রাঁচি, সোমবার

29:01:2024

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>110 >> 14 Maagh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ১১০ >> << ১৪ই, মাঘ ১৪৩০>>

ফিলিপাইনে সংঘর্ষে ৯ ইসলামি জঙ্গি নিহত, বলেছে সেনাবাহিনী

মারাউয়ি ঃ ফিলিপাইনের সেনাবাহিনী শনিবার জানিয়েছে যে সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে ৯ ইসলামি জঙ্গি নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে, ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলে ক্যাথলিক প্রার্থণা সভায় বোমা হামলার ঘটনায় জড়িত বলে সন্দেহভাজন ৩ ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার দক্ষিণাঞ্চলীয় পিয়াগাপো পৌরসভার কাছে একটি পাহাড়ি খামারে লুকিয়ে থাকার সময় দাওলাহ ইসলামিয়াহ গোষ্ঠীর প্রায় ১৫ জন সন্দেহভাজনকে লক্ষ্য করে সেনা সদস্যরা গুলি চালায়।এ কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সামরিক ইউনিটের কমান্ডার। সেনাবাহিনীর ব্রিগেড কমান্ডার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়েগর রে বারোকুইলো এএফপিকে বলেন, বন্দুকযুদ্ধে ৯ বন্দুকধারী নিহত হয়েছে আহত হয়েছে ৪ সেনা সদস্য। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা 'গুরুতর' বলে উল্লেখ করেন তিনি।বলেন, তাদের সবাইকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। গত মাসে দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর মারাউয়ির একটি স্কুলে ক্যাথলিক প্রার্থণা সমাবেশে বোমা হামলা হয়। সেই ঘটনায় সন্দেহভাজন ৬ জনের মধ্যে ৩ জন, বৃহস্পতিবারের সংঘর্ষকালে নিহত হয়েছে বলে জানান তিনি। বলেন, আরো ৩ সন্দেহভাজন এখনো পলাতক।এর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার ছদ্মনামে পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন ছাত্র রয়েছে। তাকে এই পরিকল্পনার প্রধান হোতা বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বাজার দর

SENSEX : 71060.31 +689.76
NIFTY : 21453.95 +215.16

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
26.00 °c	07.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17 .33 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 06 .30 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেনের গ্রাম দখলকে গুরুত্বহীন বলেছে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

বেলগোরোদ ঃ ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় শনিবার ইউক্রেন বিষয়ক দৈনিক গোয়েন্দা আপডেটে বলেছে, চলতি মাসে ইউক্রেনের দুটি ছোট গ্রাম দখল করেছে রাশিয়া। তবে, গ্রামগুলোকে কৌশলগতভাবে গুরুত্বহীন বলে উল্লেখ করেছে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। বাখমুতের নিকটবর্তী ছোট্ট গ্রাম ভেসেলের যুদ্ধপূর্ব জনসংখ্যা ছিলো ১০২ জন। আর, খারকিবের নিকটবর্তী ক্রোখমালনে গ্রামের বাসিন্দা ছিলো ৪৫ জন। মন্ত্রণালয় বলছে, গ্রামগুলো দখল করার ঘটনা রাশিয়ার ছোটখাটো, কিন্তু ক্রমবর্ধমান অগ্রাভিযানের ধারাবাহিকতাকে প্রতিনিধিত্ব করে তবে, ইউক্রেন মনোযোগ ধরে রেখেছে তাদের সক্রিয় প্রতিরক্ষায়। ইউক্রেনের আভদিভকা শহর দখল করার বিষয়ে রাশিয়ার কৌশল কাজ করবে বলেও আশা করেনি ব্রিটিশ মন্ত্রণালয়। কারণ, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়া তাদের সৈন্য এবং সাঁজোয়া যান সমুহের ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পরে, রুশ বাহিনী টানেলের ভেতর দিয়ে আভদিভকায় প্রবেশের চেষ্টা করবে বলে ধারণা করা হয়। গত অক্টোবর থেকে রাশিয়া ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে আভদিভকায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ মন্ত্রণালয়। ইউক্রেনের ড্রোন হামলা এড়ানোর পরিকল্পনা হিসেবে রাশিয়া এই চেষ্টা করছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রতিবেদনে, আগামী কয়েক সপ্তাহ আভদিভকা ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, বলেও পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। এদিকে, ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান শুক্রবার বলেছেন, যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ের লক্ষ্যে, ইউক্রেনের দিকে যাওয়া ৬৫ জন ইউক্রেনীয় যুদ্ধবন্দী বহনকারী রুশ বিমানটি রাশিয়ার মাটিতেই বিধ্বস্ত হয়েছে সেই বিমান সম্পর্কে কিয়েভের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বা বিস্তারিত কোন তথ্য ছিলো না। রাশিয়ার বেলগোরোদ অঞ্চলে ইলিউশিন আইএল৭৬ বিমান ভূপাতিত করার ঘটনায়, মস্কো ও কিয়েভের মধ্যে বাকবিতণ্ডা অব্যাহত রয়েছে। দুর্ঘটনায় ৭৪ জন আরোহীর সবাই মারা যান। শুক্রবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন টেলিভিশনে দেয়া এক ভাষণে বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার বিষয় নিয়ে প্রথম কথা বলেছেন। তিনি বলেন, আমি জানি না তারা এটা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে নাকি ভুলবশত করেছে, কিন্তু এটা যে তারাই করেছে তা নিশ্চিত। তিনি আরো বলেন, ভুলবশত হোক, আর ইচ্ছাকৃত হোক, এটা অপরাধ অবহেলার অপরাধ বা ইচ্ছাকৃত অপরাধ। নিক্ষিপ্ত ক্ষেপনাস্ত্রগুলো আমেরিকান বা ফরাসি বলে দাবি করেন পুতিন। আর, খুব তড়াতাড়ি, অবশ্যই দুইতিন দিনের মধ্যে তা নিশ্চিতভাবে জানা যাবে বলেন তিনি। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় তদন্ত কমিটি শুক্রবার জানিয়েছে, তারা জেনেটিক পরীক্ষার জন্য রুশ সামরিক বিমানের বিধ্বস্ত হওয়ার স্থান থেকে ইউক্রেনের পরিচয়পত্র এবং উল্কি আঁকা দেহাংশ উদ্ধার করেছে। সংগৃহীত প্রমাণের মধ্যে, দুর্ঘটনায় নিহত ইউক্রেনীয় সেনাদের পরিচিতির নথির পাশাপাশি রাশিয়ার ফেডারেল পেনিটেনশিয়ারি সার্ভিসের নথিও রয়েছে।

ইসরাইলের প্রতি আমেরিকার সমর্থন নিয়ে উদ্বেগ ২০২৪-এর নির্বাচনের উপর ঝুলছে

ভার্জিনিয়া(এজেন্সী) ঃ গাজার উত্তপ্ত সংঘাত যুক্তরাষ্ট্রের অগণিত ভোটারের মাঝে ক্ষোভের আগুন সৃষ্টি করেছে এবং প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পুনর্নির্বাচনের প্রচারণায় অতিরিক্ত উত্তাপ সৃষ্টি করেছে। বাইডেনের সাম্প্রতিক নির্বাচণী প্রচারণার সময়, বিক্ষোভকারীরা ইসরাইলের সামরিক অভিযানের প্রতি তাঁর সমর্থনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বাধা সৃষ্টি করে। বাইডেন বুধবার শ্রমিক ইউনিয়নের একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় বিক্ষোভকারীরা কিছু সময়ের জন্য বাধা দেয়। মঙ্গলবার ভার্জিনিয়ার মেনাসিসে গর্ভপাত বিষয়ক এক সমাবেশে বাইডেন যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন ১৪ জন বিক্ষোভকারী প্রায় পুরোটা সময় চিৎকার করতে থাকেন। এই বাধা প্রেসিডেন্টকে স্পষ্টতই হতাশ করেছে।

বাইডেন বলেন, আরও কিছুদিন এরকমটি চলবে। তারা এই পরিকল্পনা করেছে।

ডাই-ইন ফর হিউম্যানিটি নামের ৭০০-সদস্যের এক প্রতিবাদ গোষ্ঠী এই বিক্ষোভের আযোজন করেছিল। এই গোষ্ঠী প্রায় ১০০ বার বাইডেনের অনুষ্ঠানে, ইউএস ক্যাপিটলে, প্রশাসনের সদস্যদের বাড়ির বাইরে, ইসরাইলি দূতাবাসের বাইরে এবং জানুয়ারি মাসে ওয়াশিংটনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

আমি মনে করি বিদেশে নৃশংসতা চালানোর জন্য আমেরিকানদের ট্যাক্সের অর্থ ব্যবহার করার বিষয় বেশিরভাগ মানুষ পছন্দ করে না,'' দলটির প্রধান সংগঠক হাজামি বারমাদা বলেন। মঙ্গলবারের অনুষ্ঠান থেকে যে বিক্ষোভকারীদের বের করে দেওয়া হয়েছিল তাদের মাঝে তিনিও ছিলেন। আমরা যুক্তরাষ্ট্রে জোয়ারের পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি এবং বাইডেনকে বড়দাগে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে , বারমাডা বলেন।'' -আমরা যা বলতে চাইছি তা হ'ল, আপনি আমেরিকানদের ভোট পাবেন না, যখন আপনি ক্রমাগত আরব আমেরিকান সম্প্রদায়ের বক্তব্য উপেক্ষা করছেন, যারা গাজায় অবিচার ও নৃশংসতা বন্ধ করার কথা বলছে।''

হোয়াইট হাউস বুধবার জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট আমেরিকানদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকারকে সমর্থন করেন।

তিনি আরও বিশ্বাস করেন, এটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ যে, যেখানে স্পষ্টতই হামাস এখনও একটি কার্যকর হুমকি তার বিরুদ্ধে ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকার এবং অব্যাহতভাবে নিজেদেরকে রক্ষার ক্ষমতাকে তারা ব্যবহার করবে,'' ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন কো-অর্ডিনেটর জন কারবি বলেন।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা কমিয়ে আনা ও ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে ইসরাইল যাতে আরও বেশি সচেষ্ট হয়, সেব্যাপারে অনুরোধ জানানো বন্ধ করব,'' তিনি বলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, পররাষ্ট্রনীতি নির্বাচনে খুব কমই প্রভাব ফেলে তবে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে সেখানে একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে পারে। যেমন নিউ হ্যাম্পশারের ভোটার আইজ্যাক গিয়ার মঙ্গলবার প্রাইমারি ভোটে অংশ নিয়েছিলেন, যেখানে বাইডেন এবং ডনাল্ড ট্রাম্প নিজ নিজ দলের পক্ষে জিতেছেন। এই নির্বাচনে ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়টিকে আমি সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি তা হলো পররাষ্ট্রনীতি, নিউ হ্যাম্পশার রাজ্যের নাশুয়ায় আইজ্যাক গিয়ার ভয়েস অব আমেরিকাকে বলেন। আমার কাছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা যেকোনো বিদেশি যুদ্ধে লিপ্ত না হই, আমাদের সামরিক ব্যয় কমিয়ে রাখি, আমাদের সৈন্যদের দেশে ফিরিয়ে আনি বা তাদেরকে দেশে রেখে দেই,'' তিনি বলেন। গাজা সংকট সমাধানে ট্রাম্পের পরিকল্পনা অস্পষ্ট এবং প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন তাঁর নানা কর্মকাণ্ডের একটি ছিল মুসলিম অভিবাসীদের ওপর বহুলসমালচিত এক নিষেধাজ্ঞা। বেশ কয়েকবার ট্রাম্পের নির্বচনী প্রচারাভিযানের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তারা কোন সাড়া দেয়নি। মুসলিম সংগঠকদের জন্য এ এক কঠিন চয়েস। হাসান আবদেল সালাম মিনিয়াপোলিসের এক অধ্যাপক যিনি মুসলিম ভোটারদের মাঝে ''এবান্ডন বাইডেন'' আন্দোলনের সহপ্রতিষ্ঠাতা। যেসব রাজ্য নির্বাচনে হাত বদল হয়, বা তারা কোন প্রার্থীকে ভোট দেবে তা নিশ্চিত নয়, সেখানকার মুসলিম ভোটারদেরর দিকে আবদেল সালাম মোনোনিবেশ করেন। তিনি কানাডার নাগরিক। মিস্টার ট্রাম্প আমাদের বন্ধু, সহকর্মী ও পরিবারকে এদেশে ঢুকতে বাধা দিয়েছেন,'' তিনি বলেন। ''কিন্তু মিস্টার বাইডেন তাদের হত্যা করেছেন। এবং যে কোনও রিপাবলিকানের অধীনে চার বছর গাজায় একদিনের সাথেও তুলনা করার যায় না, আর আমাদের কমিউনিটির মধ্যে এই যুক্তি তুলে ধরা হচ্ছে যে আমাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে,'' তিনি বলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বাইডেন কঠিন অবস্থানে রয়েছেন। গাজার পরিস্থিতি যে বাইডেনের জন্য একটি রাজনৈতিক সমস্যা তাতে কোনো সন্দেহ নেই,'' আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো এমেরিটাস নর্ম অর্নস্টেইন বলেন। আপনি যদি পেছনের দিকে দৃষ্টি দেন এবং নিরপেক্ষভাবে দেখেন যে কোনও প্রেসিডেন্টের যা করতে পারতেন, তাদের মতো বাইডেন এই ইস্যুটি দক্ষতার সাথে সামলেছেন। তিনি শুরুতেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, নেতানিয়াহুকে (ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী) কাছাকাছি টেনে নিয়ে, তিনি গাজায় আরও বেশি খারাপ কিছু থামাতে পারবেন। কিন্তু এখন তিনি বিবিকে (নেতানিয়াহুকে) এক পাশে সরিয়ে খুব কাছে চলে এসেছেন।

ভারতে মহিলাদের তুলনায় পুরুষেরা ক্যানসারে আক্রান্ত হন বেশি, জাতীয় সমীক্ষার ফলাফল

কলকাতা ঃ ভারতের ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট দেশের ১৭ হাজার পুরুষ ও ৮ হাজার মহিলার ওপর সম্প্রতি এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে পুরুষদের ক্যানসারের ঝুঁকি মহিলাদের তুলনায় বেশি। এই সমীক্ষায় উঠে এসেছে পুরুষদের মধ্যে যে ধরনের ক্যানসারের আশঙ্কা বেশি তা হল ইসোফেগাল বা খাদ্যনালীর ক্যানসার (মহিলাদের থেকে ১০ গুণ বেশি), ল্যারিংস-এর ক্যানসার (মহিলাদের থেকে ৩.৫ গুণ বেশি), গ্যাস্ট্রিক ক্যানসার (মহিলাদের থেকে ৩.৫ গুণ বেশি) ও ব্লাডার ক্যানসার (মহিলাদের থেকে ৩.৩ গুণ বেশি)। সারা পৃথিবীর অনকোলজিস্টদের বিভিন্ন সময়ের গবেষণায় উঠে এসেছে, লিঙ্গভেদে ক্যানসারের ঝুঁকি ভিন্নরকম হয়। মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এর কারণ হিসেবে গবেষকরা জানিয়েছেন, পুরুষদের অভ্যাস, জীবনযাপনের পদ্ধতি, খাদ্যাভ্যাসের ধরন, নেশার প্রবণতা ইত্যাদি কারণ রয়েছে যা ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। পুরুষদের মধ্যে সাধারণত ধূমপান ও অ্যালকোহলের নেশার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। ভারতে ক্যানসার হাসপাতাল টাটা মেমোরিয়ালের একটি সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাতে চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, গত ১০ বছরের রিপোর্টে দেখা গেছে হাসপাতালে যে সংখ্যক ব্যক্তি ক্যানসারের চিকিৎসা করতে এসেছিলেন তাদের মধ্যে মহিলাদের তুলনায় পুরুষের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। দিল্লির এইমস-এর সমীক্ষায় উঠে এসেছে, ক্যানসার আক্রান্তদের মধ্যে পুরুষ, মহিলাদের মধ্যে অনুপাত ৫ঃ১। টাটা মেমোরিয়ালের সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে, ২০১৯ সালে পুরুষদের ক্যানসার আক্রান্তদের হার ছিল ২.৩ শতাংশ। আর মহিলাদের ছিল ২.৭ শতাংশ।

চিকিৎসকদের মতে ক্যানসার একটি 'মাল্টি ফ্যাকেটেরিয়াল ডিজিজ'। সমীক্ষায় উঠে এসেছে , অতিরিক্ত বাইরের খাবার, তেল-মশলাদার খাবার, অতিরিক্ত চিনি, প্রসেসড ফুড, নানারকম নেশা, ইত্যাদি নানা ফ্যাক্টর কাজ করে ক্যানসারের পিছনে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ-এর দাবি অনুসারে, প্রতিদিন প্রায় ১৩০০ জন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আগে ক্যানসার আক্রান্তদের গড় বয়স ধরা হত ৪০ থেকে ৭০। তার পর সেটা কমে দাঁড়ায় ৩০-৬৯। বর্তমানে ক্যানসারের শিকার হচ্ছেন তার থেকেও কম বয়সীরা।

সংঘাত ইসরাইলি স্থল ও বিমান হামলার পর খান ইউনিস থেকে পালিয়ে গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় রাফাহ শহরে পৌঁছেছে ফিলিস্তিনিরা

ক্রমবর্ধমান সংঘাতে গাজার নাগরিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে পারে, সতর্ক করলেন জাতিসংঘ কর্মকর্তা

রাফাহ ঃ জাতিসংঘের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ক্রমবর্ধমান সংঘাতের কারণে যদি আরো অনেক বেশি ফিলিস্তিনি রাফায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় তবে, গাজায় নাগরিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে পারে। গত ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাসের হামলার আগে রাফায় তিন লাখের কম লোকের বসবাস ছিলো। বর্তমানে সেখানে ১৩ লাখ মানুষ অবস্থান করছে।

অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলেরর জাতিসংঘ মানবাধিকার কার্যালয়ের প্রধান অজিথ সুংহায়ে বলেছেন, এলাকাটি পরিপূর্ণ হয়ে আছে।এখনে কোনো জায়গা নেই।খাবার নেই। মানুষ ক্ষুদ্ধ হয়ে আছে। এখানে নাগরিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে, নাগরিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে পারে।

অজিথ সুংহায়ে গাজায় তার দায়িত্ব পালন শেষে তার কর্মস্থল জর্ডানের আম্মানে ফিরে এসেছেন।শুক্রবার ভিডিও লিংক-এর মাধ্যমে সাংবাদিকদের জানান যে তিনি খান ইউনিসে অনেক মানুষ দেখতে পেয়েছেন, যারা ব্যাপক ইসরাইলি বোমা বর্ষণ ও প্রচণ্ড লড়াইয়ের মধ্যে বসবাস করছেন। তিনি বলেন, তারা হতাশ ক্ষুদ্ধ এবং বোধগম্যভাবে চিন্তিত।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি বিপর্যয়কর। খান ইউনিসে এখন যা ঘটছে, এমন পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে, অবস্থার উন্নতি না হলে, বাস্তুচ্যুত মানুষগুলোকে আবার সরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

আর, পালিয়ে যাওয়ার জন্য আর খুব বেশি জায়গা নেই বলে জানান তিনি। বলেন, রাফার একদিকে ভূমধ্যসাগর, অন্যদিকে মিশর সীমান্ত। খান ইউনিস এবং অন্যান্য জায়গা থেকে যদি প্রচুর সংখ্যক মানুষ সেখানে স্থানান্তরিত হয়, তবে অবশ্যই একটি বিশাল বিপর্যয় সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। ইসরাইলের কর্তৃপক্ষ বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়ায়, অনেক মানুষ আশ্রয়ের জন্য রাফায় এসেছেন। তিনি বলেন, তাদের আর কোনো বিকল্প ছিলো না। সেখানকার সড়কের ওপর ও নর্দমার আশেপাশে চরম হতাশাজনক পরিস্থিতিতে থাকা লোকজনের বর্ণনা দেন তিনি। গাজার হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতে, হামাসের হামলার জবাবে ইসরাইল গাজায় অভিযান শুরু করার পর থেকে ২৬ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে আর আহত হয়েছে অন্তত ৬৪,৪০০ জন। ঐ হামলার সময়, হামাসের হাতে ইসরাইলের কমপক্ষে ১,২০০ লোক নিহত হয়। এছাড়া, ২৪০ জনকে জিম্মি করে হামাস।সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তির সময় কিছু ইসরাইলি জিম্মিকে মুক্তি দেয়া হয়। গত তিন মাসে অনেক হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র ইসরাইলের সামরিক বাহিনীর ব্যাপক বোমা হমলার শিকার হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, গাজার ৩৬টি হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রের মধ্যে ১৪টি আংশিকভাবে চালু আছে।

ডব্লিউএইচও'র মুখপাত্র ক্রিশ্চিয়ান লিন্ডমেয়ার বলেন,গাজার হাতে গোনা কয়েকটি সচল হাসপাতাল খুবই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রয়েছে। এই সংঘাতমূলক পরিস্থিতিতে এখানে প্রায়শই রোগী এবং প্রয়োজনীয় সরবরাহ প্রবেশে বাধার মুখোমুখি হতে হয়।

এদিকে, গাজায় উচ্চ সংখ্যায় বেসামরিক নাগরিক নিহত হওয়ার জন্য হামাসকে দায়ী করেছে ইসরাইল।তারা বলছে, হামাস বেসামরিক লোকজনকে মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে এবং হাসপাতাল ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় যোদ্ধা সমাবেশ করে ও রকেট লঞ্চার স্থাপন করে এবং টানেল তৈরি করে।

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, হামাসকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত ইসরাইল যুদ্ধ চালিয়ে যাবার কথা একাধিক বার উল্লেখ করেছেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার দফতরের মুখপাত্র রাভিনা শামদাসানি বলেছেন, তারা গাজার পরিস্থিত নিয়ে কাজ করছে। তবে আন্তর্জার্তিক পর্যায় থেকে আরো অনেক কিছু করা সম্ভব। তিনি জানান, এই ভয়াবহতার অবসান ঘটাতে, প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর প্রতি তাদের প্রভাব প্রযোগের জন্য বারবার আহ্বান জানিয়েছেন হাইকমিশনার।

জাতিসংঘের মানবাধিকার দফতর তাদের মন্তব্য প্রকাশের আগে এ বিষয়ে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি ও প্রতিবেদন পাঠিয়েছে বলে জানান রাভিনা শামদাসানি।

কলকাতা হাবরা গাজীপুর ঘোঁজা রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে বিশেষ কবি সাহিত্যিক সম্মান প্রদান

কলকাতাঃ কলকাতা হাবরা গাজীপুর ঘোঁজা রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে বিশেষ কবি সাহিত্যিক সম্মান প্রদান করা হয় জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারী নন্দনপুর অঞ্চলের প্রশ্ন নগর পাড়ার প্রত্যন্ত গ্রামের লেখক বিকাশ সরকারকে। শ্রী রামকৃষ্ণের ১৬১ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শেষের দিনে অর্থাৎ ১৪ই জানুয়ারি উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক বিকাশ সরকারকে এবং বর্ধমানের কবি সাহিত্যিক মলয় কুমার মাঝিকে বিশেষ কবি সাহিত্যিক সম্মান জানানো হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে ডাক্তার রামকৃষ্ণ রায় বলেন স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১ তম জন্মদিন উপলক্ষে আমরা তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেছি । এবং সেই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা দুই বিশেষ কবিসাহিত্যিকে কবি সাহিত্যিক সম্মান প্রদান করলাম। কবি সাহিত্যিক বিকাশ সরকার বলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে উনারা যে কবি সাহিত্যিক সম্মান প্রদান করলেন সেই সম্মান গ্রহণ করে আমি ভীষণ গর্বিত বোধ করছি। তিনি আরো বলেন এই সম্মান আমার নয় এই সম্মান জলপাইগুড়ি জেলাবাসীর এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী তথা সারা ভারতবাসীর । কারণ সকলের আশীর্বাদ না থাকলে হয়তো এ সম্মান আমার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হতো না । তিনি আরো বলেন আমাকে এই সম্মান দেওয়ার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজী এবং ডাক্তার রামকৃষ্ণ রায় সহ সকলকে অনেক অনেক প্রণাম ও অভিনন্দন জানাই।

সোনার দোকানের ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার আরো দুই,বড়সড় সাফল্য জেলা পুলিশের

মালদা ঃ বড়দিনের সন্ধ্যায় চাঁচলের সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় ফের বড় সাফল্য পুলিশের। তদন্তে নেমে এর আগে গ্রেপ্তার হয়েছিল লিঙ্কম্যান এবং ডাকাত দলের এক সদস্য। এবার ডাকাত দলের আরও দুই জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম গুলতন শেখ এবং জাহাঙ্গীর শেখ।গুলতন বিহারের কাটিহারের বাসিন্দা ও জাহাঙ্গীর মালদার মিল্কির বাসিন্দা।ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধৃতদের চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করেছে চাঁচল থানার পুলিশ।ধৃতরা সক্রিয়ভাবে ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায়

কোচবিহার ঃ বৃহস্পতিবার ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায়, কোচবিহার টাকাগাছ অঞ্চলে কোচবিহার ছায়ানীড় গড়ে তুলেছে একটি মহড়া কক্ষ । ওই মহড়া কক্ষের একটি অফিস ঘর উদ্বোধন করলেন ভারত সরকারের ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারের প্রোগ্রাম অফিসার অভিজিৎ চ্যাটার্জী । এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন ই ,জেড, সি, সির আরেক প্রতিনিধি শুভানু ব্যানার্জি, ছায়ানীড়ের সভাপতি, সম্পাদক যথাক্রমে সর্বানি সাহা, স্বাগত পাল প্রমূখ । এই উপলক্ষে ছায়ানীড়ের শিশু শিল্পীরা পরিবেশন করে গান এবং নাটক । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কোচবিহার ছায়ানীড় নিয়মিত মূকাভিনয় ও নাট্যচর্চা সুনামের সাথে করে চলেছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক অভিজিৎ চ্যাটার্জী ছায়ানীড়ের কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রাষ্ট্রীয় আবিষ্কার সপ্তাহের অঙ্গ হিসেবে ভেজাল খাদ্য সামগ্রী চেনার পদ্ধতির

শিলিগুড়ি ঃ রাষ্ট্রীয় আবিষ্কার সপ্তাহের অঙ্গ হিসেবে ভেজাল খাদ্য সামগ্রী চেনার পদ্ধতির বিষয়ে সমগ্র শিক্ষা অভিযানের তরফে বিভিন্ন স্কুল গুলোতে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করছে । বৃহস্পতিবার তারই অঙ্গ হিসেবে শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুলে অষ্টম থেকে একাদশ শ্রেণির ছাত্রদের নিয়ে ভেজাল খাদ্য সামগ্রী চিহ্নিতকরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এদিন মূলত দুধের মধ্যে অপদ্রব্য মেশানকে কিভাবে সনাক্তকরণ করা সম্ভব তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় স্কুল পড়ুয়াদের। পরবর্তীতে রান্নায় যাবতীয় মসলায় রঙের মিশ্রণের সনাক্তকরণ পদ্ধতি শেখানো হবে। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক রনজয় দাস, পলাশ চক্রবর্তী, রাজা বৈষ্ণব। এদিন স্কুল শিক্ষক কাঞ্চন তালুকদার বলেন, আমরা ছাত্রদের ভেজাল খাদ্য সামগ্রী চেনার পদ্ধতি প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। এক সপ্তাহ ধরে এই কর্মসূচি।

গতকাল রাতেই পুনরায় ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতির দায়িত্ব পেলেন দেবাশীষ প্রামানিক

ডাবগ্রাম ঃ গতকাল রাতেই পুনরায় ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতির দায়িত্ব পেলেন দেবাশীষ প্রামানিক। এবং সহসভাপতি দায়িত্ব পেয়েছেন গৌতম গোস্বামী।। নাম ঘোষণার কয়েক ঘঃটার মধ্যেই সংবর্ধনার জোয়ারে ভাসলেন নবনিযুক্ত ব্লক সভাপতি ও সহসভাপতি। বৃহস্পতিবার সকালে ফুলবাড়ীতে দেবাশীষ প্রামাণিকের বাসভবনে হাজার হাজার কর্মী সমর্থকদের ভিড়।।
বিগত সময় দীর্ঘ আট বছর ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী বিধানসভা এলাকায় ব্লক সভাপতি দায়িত্ব সামলেছেন দেবাশীষ বাবু।।
আট বছর পর পুরনো দায়িত্ব ফিরে সকলকে একসাথে নিয়ে কাজ করার বার্তা দেন দেবাশীষ বাবু। বৃহস্পতিবার ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী এলাকার দলীয় কর্মী সমর্থকরা সংবর্ধনা জানান ব্লক সভাপতি দেবাশীষ প্রামাণিক ও ব্লক সহসভাপতি গৌতম গোস্বামী কে।

শিলিগুড়ি শহরে অবৈধ টোটো চলাচল বন্ধ করা হোক

শিলিগুড়ি শহরে অবৈধ টোটো চলাচল বন্ধ করা হোক, এমন দাবি তুলে শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করল দার্জিলিং সমতল এন্ড জলপাইগুড়ি ই রিকশা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন। বৃহস্পতিবার দুপুর ২৩০ মিনিট নাগাদ শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে স্বারকলিপি প্রদান করা হয়। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয় অবৈধ নম্বর বিহীন টোটো শিলিগুড়ি শহরে বিভিন্ন জায়গায় চলাচল করছে যার ফলে যানজটের সমস্যা হচ্ছে।

বনদপ্তরের পাতা খাচায় বন্দি হলো পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘ

বানারহাট ঃ শুক্রবার সকালে বানারহাটের মোগলকাটা চা বাগানের ৩৫ ও ৩৬ নম্বর সেকশনের মাঝে বনদপ্তরের পাতা খাচায় বন্দি হলো পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘ। এদিন সকালে চা বাগানের শ্রমিকরা চিতাবাঘের গর্জন শুনতে পায়। সামনে গিয়ে দেখতে পায় খাচায় বন্দি হয়েছে চিতাবাঘ। খবর দেওয়া হয় বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখায়। বর্ণ দফতরের কর্মীরা এসে চিতাবাঘটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য গত মঙ্গলবার বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার কর্মীরা ওই এলাকায় একটি খাচা পাতে। স্থানীয়দের তরফে খাচা পাতার আবেদন জানানো হয়েছিল। কিছুদিন আগে একটি গরুকে চিতাবাঘ জখম করে বলেও জানা যায়। শেষমেষ চিতাবাঘ খাঁচা বন্দী হওয়ায় স্বস্তিতে এলাকার বাসিন্দারা।

এই প্রথম মালদার বামনগোলার পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স চালু হয়েছে

মালদা এই প্রথম মালদার বামনগোলার পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স চালু হয়েছে। পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স কোর্স চালুর সবুজ সংকেত দিয়েছেন রাজ্য উচ্চ শিক্ষা দপ্তর। ইতিমধ্যে পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া প্রায় শেষ হয়েছে।উত্তরবঙ্গের প্রথম মালদা জেলাতে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স চালু হয়েছে, রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে খুশি সাওতালি সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীরা। মালদা জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত ব্লক বলতে,হবিবপুর,বামনগোলা,গাজোল। আদিবাসী যুবক যুবতীরা দীর্ঘদিন ধরে সাঁওতালি ভাষায় পঠন পাঠন এবং ওই ভাষার অনার্স কোর্স চালু করার দাবি তুলেছেন। পড়ুয়াদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে কিছুদিন আগে পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজে কর্তৃপক্ষ রাজ্য উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের কাছে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স কোর্স চালু করার প্রস্তাব দেয় সেই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে ভর্তি প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুজন ঘোষ বলেন, এই কলেজটি আদিবাসী অধ্যুষিত হওয়ায় অনেকদিন ধরে এলাকার মানুষ কলেজে সাঁওতালি ভাষা অনার্স কোর্স চালুর দাবি করে আসছিলেন। আমরারাজ্য সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরে আবেদন জানিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রী সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে সাঁওতালি ভাষা অনার্স চালু করার সবুজ সংকেত দেয়। এই বছর থেকে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স চালু হয়ে যাবে বর্তমানে কোন সাঁওতালি ভাষার শিক্ষক নিয়োগে হয়নি বলেই এখন পর্যন্ত পঠন পাঠন চালু হয়নি খুব শীঘ্রই আমরা এই ব্যবস্থা নেব সিট সংখ্যা মাত্র ৩০ টি রয়েছে তার মধ্যে ২৮ জন ভর্তি হয়েছে।কিন্তু এখন পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষিকা না থাকাই পঠনপাঠন চালু হয়নি। এ বিষয়ে ছাত্র অমল হেমরম, বিষম সরেন, জানিয়েছে "এই প্রথম পাকুহাট ডিগ্রী কলেজে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স কোর্স চালু হয়েছে খুব খুশি হয়েছি আমরা কিন্তু ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলেও এখনো শিক্ষক শিক্ষিকার অভাবে পঠনপাঠন চালু হয়নি।এই নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কিছুটা মুখ ভার হয়েছে।কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাইলে কলেজ কর্তৃপক্ষক জানিয়েছেন খুব শীঘ্রই পঠনপাঠন চালু হবে শিক্ষক না থাকায় এখনো চালু হয়নি।

শুক্রবার দুপুর ১২ টা নাগাদ কোচবিহার আরক্ষা ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন পুলিশ সুপার

কোচবিহার ঃ ফের বড়সড় সাফল্য পেল কোচবিহার পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ, শুক্রবার দুপুর ১২ টা নাগাদ কোচবিহার আরক্ষা ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন পুলিশ সুপার । গতকাল রাতে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কোচবিহার পুন্ডিবাড়ি থানার অন্তর্গত বড় রং রস এলাকার সঞ্জয় দাস নামে এক যুবককে আটক করে পুলিশ এরপর তার কাছে তল্লাশি চালিয়ে ২৩ টি ল্যাপটপ সহ ছয়টি ট্যাবলেট ১০ টি মোবাইল ফোন সহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার হয়। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ সুপার আরও কি কি জানিয়েছেন শুনে নেব

অন্যের হয়ে পরীক্ষা দিতে এসে হাতেনাতে পাকড়াও হলেন ভুয়ো পরীক্ষার্থী

মালদা ঃ এডমিট কার্ড জাল করে অন্যের হয়ে পরীক্ষা দিতে এসে হাতেনাতে পাকড়াও হলেন ভুয়ো পরীক্ষার্থী। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদহের চাচোল কলেজ। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ ছিল বিএ জেনারেলের ফিফথ সেমিস্টারের বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা। মানিকচক কলেজের এক পরীক্ষার্থী পুষ্পা চৌধুরীর পরীক্ষার আসন পড়েছিল মালদহের চাচল কলেজে। কিন্তু পুষ্পা চৌধুরী তিনি পরীক্ষায় উপস্থিত না থেকে তার হয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন সিদ্ধার্থ শংকর দাস। পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষনের নজরে আসে পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা পরীক্ষকের। এডমিট কার্ডে দেখতে পান এডমিট কার্ড দিয়ে নকল। সেখানে পুষ্পা চৌধুরীর ছবি তুলে সেখানে সিদ্ধান্ত শংকর দাসের ছবি বসানো রয়েছে বলে অভিযোগ, কিন্তু অ্যাটেনডেন্স শিফটে রয়েছে আসল পুষ্পা চৌধুরীর ছবি এবং নাম। ওই ভুয়ো পরীক্ষার্থীকে হাতেনাতে ধরে ফেলতে এসে সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে নেন। ভুয়ো পরীক্ষার্থী বলেন, তার বোন পুষ্পা চৌধুরী শারীরিকভাবে অসুস্থ। তার হয়ে সে পরীক্ষা দিতে এসেছেন। এদিকে সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই কলেজ কর্তৃপক্ষ চাচল থানায় একটি লিখিত আকারে অভিযোগ জানিয়ে এবং ওই ভুয়ো পরীক্ষার্থীকে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

'স্বাস্থ্যের জন্য হাঁটুন'- এই স্লোগানকে সামনে রেখে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হল দিনহাটায়

দিনহাটা ঃ শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়, দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার রঞ্জিত মন্ডল, স্বাস্থ্য মেলা কমিটির সভাপতি চিকিৎসক বিদ্যুৎ কমল সাহা প্রমূখ।
এদিনের এই শোভাযাত্রা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, স্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষকে আরো বেশি বেশি সচেতন করে তুলতেই এই শোভাযাত্রা। নিয়মিত শরীর চর্চা মানুষের দেহ মনকে পুষ্ট করে তোলে। পাশাপাশি তিনি বলেন, আগামী ২০ এবং ২১ জানুয়ারি দিনহাটা সংহতি ময়দানে স্বাস্থ্য মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই স্বাস্থ্য মেলার উদ্বোধন করবেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। দু'দিনের এই স্বাস্থ্য মেলায় কোচবিহার জেলা ছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে বহিরাগত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা উপস্থিত থেকে রোগী দেখবেন। রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি ওষুধ দেবারও ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি সহ অন্যান্য পরীক্ষারও ব্যবস্থা থাকছে এই স্বাস্থ্য মেলায়। স্বাস্থ্য মেলার প্রথম দিন স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। কারণ এই সময়টাতে হাসপাতালগুলিতে রক্তের প্রচন্ড চাহিদার সৃষ্টি হয়। চিকিৎসকরাও রক্তের অভাবে চিকিৎসা করতে সমস্যার মধ্যে পড়েন।
এদিন দিনহাটা সংহতি ময়দান থেকে শোভাযাত্রা বের হয়ে শোভাযাত্রা দিনহাটা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় শহরের বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ক্লাব সহ সাধারণ মানুষ অংস নেন। উল্লেখ্য, বারো বছর ধরে দিনহাটা সংহতি ময়দানে এই স্বাস্থ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

বিজেপির 'বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা' প্রচার অভিযান করা হলো

আলিপুরদুয়ার ঃ লোকসভা ভোটের আগে বিজেপির 'বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা' প্রচার অভিযান করা হলো। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর বাজার এলাকায় ওই প্রচার অভিযান করা হয়। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের নানান জনমুখী কাজের প্রচার করতেই এই 'বিকশিত ভারত প্রকল্প' ক্যাম্পের আয়োজন। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের পোস্টার দিয়ে একটি গাড়িকে সাজানো হয়েছে। গাড়িতে রয়েছে একটি করে বড় টিভি। সঙ্গে চলে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ এবং ভিডিও।এদিনের ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ জন বারলা ছিলেন ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন প্রমুখ। এদিন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলা বলেন, মোদি সরকারের জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা সকল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই ক্যাম্প থেকে উজ্জলা যোজনা, মুদ্রা লোন, প্রধানমন্ত্রী জীবন বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনাসহ আরও একধিক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের কথা সম্পর্কে বিস্তৃত জানা যাবে।একটি ভ্রাম্যমাণ গাড়ি এলাকায় এলাকায় প্রচার করবে বলে জানা গিয়েছে।

এসএসবির উদ্যোগে সফট স্কিল প্রোগ্রামের সূচনা করলেন ডিআইজি শিব দয়াল উপস্থিত ছিলেন এসএসবি ১৭ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডের সঞ্জয় ত্রিপাঠি

আলিপুরদুয়ারঃ এসএসবির উদ্যোগে সফট স্কিল প্রোগ্রামের সূচনা করলেন ডিআইজি শিব দয়াল উপস্থিত ছিলেন এসএসবি ১৭ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডের সঞ্জয় ত্রিপাঠি , বৃহস্পতিবার সকালে ফালাকাটা এসএসবি ১৭ নম্বর ব্যারাকে এর সূচনা হয় চলবে আগামী সাতদিন পর্যন্ত, এসএসবির ১০০ জন জওয়ান এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করবে, ভারত ভুটান সীমান্ত রক্ষা করে এসএসবি জামানদা, তারা সব সময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই কাজ করে, তারা আরো কিভাবে জনগণের সঙ্গে মিশে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারে তার উদ্দেশ্যেই এই প্রোগ্রাম বলে জানান ডিআইজি

দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ভুটান সীমান্তবর্তী মাকড়াপাড়া থেকে, গ্রেফতার এক

আলিপুরদুয়ার ঃ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বীরপাড়া থানার অন্তর্গত ভারত ভুটান সীমান্তের মাকরাপাড়া থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, স্থানীয় ভাষায় যাকে খাদুয়া বলে। এরই সঙ্গে বেশ কিছু গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে বীরপাড়া থানার পুলিশ। ওই ঘটনায় সোনম লামা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ওই অস্ত্রটি কারা তৈরি করল এবং কি কারণে তৈরি করল এই বিষয়ে তদন্ত নেমেছে বীরপাড়া থানার পুলিশ।বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাসের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে ওই অস্ত্র উদ্ধার এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার অভিযুক্তকে আলিপুরদুয়ার আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেবার আবেদন জানাবে পুলিশ।

দিলীপ ঘোষ ইকোপার্ক মর্নিং ওয়াকঃ স্ক্যানারে প্রসন্ন

কলকাতা ঃ আগে তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই আগের বার তিনি জামিন পেয়েছিলেন। কিন্তু ইডি মনে করছে আরও তথ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাই ফের তদন্ত হচ্ছে। জাল এতো বড় যে কে যুক্ত আর কে নয়, অনেকে অজান্তে যুক্ত হয়ে পড়েছে। কে সুবিধা পেয়েছে কে পায়নি, এভাবেই বিশাল বিস্তার হয়েছে। তার কিনারা খোঁজার চেষ্টা চলছে।

অবশেষে সংহতি মিছিলে আদালতের অনুমতি

আগে তৃণমূলের মধ্যে সংহতি করুন। সংহতির নামে হিন্দু বিরোধীদের এককাট্টা করার চেষ্টা হচ্ছে। আমার মনে হয়না কোনো হিন্দু এই সংহতি মিছিলে যাবে। যার শরীরে হিন্দু রক্ত আছে সে রামের বিরুদ্ধে যাবে না। কিছু (বিপ হারামখোর বিপ) যাবে। যারা তৃণমূলের উচ্ছিষ্ট ভোগী, এই করেই খাচ্ছে আর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, এরকম কিছু লোক যাবে। আর যারা সি এ এ পাস হওয়ার পর সারা বাংলায় আগুন জ্বালিয়ে ট্রেন বাস রেল জাতীয় সড়ক অচল করেছিল, সেই সমস্ত রাষ্ট্রবিরোধীদের নিয়ে এখানে রামের বিরুদ্ধে মিছিল হবে।

আই এস এফের সভার অনুমতি ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই

সবাইকে আদালতে যেতে হয়। কারণ এখানে সরকার বলে কিছু নেই। আমরা খুঁজে পাইনা সরকার কোথায় আছে। অনুমতি কে দেবে? পুলিশ কোথায়? টাকা তুলতে চাঁদা তুলতে আর ফুটবল খেলতে ব্যস্ত। প্রশাসন কে চালাবে? কোর্ট আছে। ভালো মন্দ যাই হোক কোর্টের কাছেই বিরোধীদের যেতে হয়। তৃণমূলের নেতা খুন হলেও পুলিশে ভরসা না রেখে কোর্টে যেতে হয়।

সন্দেশখালি নিয়ে রাজ্যকে রাজধর্ম মনে করালো হাইকোর্ট

আদালত বা রাজ্যপাল। এই দুটি স্তম্ভই এখন মানুষের ভরসা। সমস্যায় পড়লে মানুষ এখন আদালতে যায়। বা রাজ্যপালের কাছে যায়। কারণ আর কারুর কাছে আশা নেই। কেউ কানমলা দিচ্ছে। কেউ চিঠি লিখে রাজধর্ম মনে করিয়ে দিচ্ছে। সরকার ঘুমাতে চলে গেছে। বেহায়া নির্লজ্জ দের কিছু হয়না।

কুকুরের বিবাহবার্ষিকী

হেমন্ত বিশ্ব শর্মা একবার গল্প করছিলেন, কেন তিনি কংগ্রেস ছেড়েছেন। রাহুল গান্ধী একবার তাকে বাড়িতে খেতে ডেকেছিলেন। রাহুল আমাদের সঙ্গে খাননি। সামনে কুকুর বিস্কুট খ্যাচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গে আগে জমিদারের বউ রা পুতুলের বিয়ে দিত। এখন কেউ কুকুরের ডায়ালিসিস করছে। কেউ বিবাহবার্ষিকী করছে। আপনার আমার টাকায় ভূতের শ্রাদ্ধ হচ্ছে। গরীব মানুষ কিছু পায়না। এরকম লোক, যারা দাপিয়ে বেড়ায়, তারাই ফুর্তি করে।

ভুয়ো জব কার্ড ধরতে কমিটি

১৪ লক্ষ ৪২ হাজার ভুয়ো জব কার্ড। হয় মালিক নেই। অথবা যার নামে কার্ড তার হাতে কার্ড নেই। এই লোকের কাজের টাকা উঠছে। কিন্তু খেয়ে ফেলছে কে? কোথায় যাচ্ছে এই টাকা? এটাও তদন্ত করে বের করার দরকার আছে।

শনিবার থেকে আমরণ অনশনের হুঁশিয়ারি,হুঁশিয়ার দিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ

কলকাতাঃ মহার্ঘ ভাতা সহ একাধিক দাবিতে সরকারি কর্মী সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আন্দোলনের ৩৫৮ দিন পার। বকেয়া ডিএর দাবি নিয়ে আন্দোলনকারীরা রাজ্যেপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি দিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জানিয়েছেন। সরাকারের বিভিন্ন দফতরে জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারকেও তাঁদের দাবিদাওয়ার কথা জানিয়েছেন। তারপরেও কোনও কাজ হয়নি। সেই কারণেই শুক্রবার মহামিছিলের ডাক দিয়েছে সরকারি কর্মী সংগঠন। এদিন হাওড়া, শিয়ালদহ ও হাজরা মোড় থেকে তিনটি মিছিল ধর্মতলায় শহিদমিনারে আসবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্য সরকারের কোনও প্রতিনিধি যদি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা না করেন তাহলে শনিবার থেকে ফের তাঁরা আমরণ অনশনে বসার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। এর আগেও ৪২ দিন অনশন করেছিলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ
১৯শে জানুয়ারি ডি এ সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে আজ মহা মিছিল আয়োজন এই মিছিল মূলত তিনটি দিক থেকে আসবে শিয়ালদা একটি হাওড়া স্টেশন একটি হাজরা মোড়। এই তিনটে মিছিল একত্রিত হবে মাতঙ্গিনী হাজরার যে ডি এ মঞ্চ সেই সভা মঞ্চে

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হল ওয়ার্ড উৎসব মৈত্রী ২০২৪

কলকাতা ঃ ওয়ার্ডের নাগরিকদের মধ্যে ঐক্য সম্প্রতি বজায় রাখতে পুরসভার উদ্যোগে শুরু হয়েছিল ওয়ার্ড উৎসব। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই উৎসবে সকলেই যোগদান করে উৎসবকে সাফল্য মন্ডিত করে আসছে বিগত কয়েক বছর ধরে। এবারও পুরসভার উদ্যোগে শুরু হয়েছে ওয়ার্ড উৎসব ২০২৪। বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভিন্ন নামে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুক্রবার পুরসভা ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের শুরু হয় ওয়ার্ড উৎসব মৈত্রী ২০২৪। এদিনের এই উৎসবের সূচনা করেন পুরসভার ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। উপস্থিত ছিলেন এমআইসি মানিক দে,২১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কুন্তল রায়, ওয়ার্ড কাউন্সিলর শিক্তা দে বসু রায়, সহ অন্যান্য। ওয়ার্ডের উৎসবে সূচনা হয় বর্নাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে। ওয়ার্ডের কচিকাচারা বিভিন্ন সাজ সেজে এই শোভাযাত্রায় অংশ নেয়।

আলাদা রাজ্য ও কামতাপুর ভাষার স্বীকৃতি এবং জীবন সিংহ র সঙ্গে শান্তি চুক্তির দাবিতে কেপিপি

জলপাইগুড়ি ঃ আলাদা রাজ্য ও কামতাপুর ভাষার স্বীকৃতি এবং জীবন সিংহ র সঙ্গে শান্তি চুক্তির দাবিতে কেপিপি ইউনাইটেড এবং ছাত্র সংগঠন আকসুর ডাকে সকাল ৭ টা থেকে ১২ ঘন্টার রেল রোকো কর্মসূচি। ময়নাগুড়ি বেতগারা স্টেশন সংলগ্ন এলাকার রেললাইনে রেল রোকো কর্মসূচি কামতাপুর আন্দোলনকারীদের।প্রায় ৩ ঘন্টা অবরোধ চলার পর রেল আধিকারিকের আশ্বাসে উঠল অবরোধ। আলাদা রাজ্য ও কামতাপুর ভাষার স্বীকৃতি এবং জীবন সিংহ র সঙ্গে শান্তি চুক্তির দাবিতে কেপিপি ইউনাইটেড এবং ছাত্র সংগঠন আকসুর সদস্যরা রেললাইনে বসে বিক্ষোভ দেখায়, চলে স্লোগান। অবরোধের জেরে বন্দে ভারত সহ একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকে বিভিন্ন স্টেশনে।আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশনের আধিকারিক বিনোদ ভাদোরিয়ার আশ্বাসে সকাল ১০ টা নাগাদ অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষোভকারীরা।আঃেদালনকারী নেতৃত্ব কৌশিক বর্মন জানান,আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তাদের দাবি না মানা হলে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাটবে তাদের সংগঠন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

मनिष जायसवाल
हेरहंज

जितेश कुमार यादव
हेरहंज

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त
देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
नितीश कुमार
थाना प्रभारी
हेरहंज

समस्त हजारीबाग वासियों को
गणतंत्र दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
जन जन के जयंत
श्री जयंत सिन्हा जी

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त
देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
प्रिती कुजुर
मुखिया
हेरहंज पंचायत

समस्त देशवासियों को
गणतंत्र दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
रामाकृष्णन
महाप्रबंधक

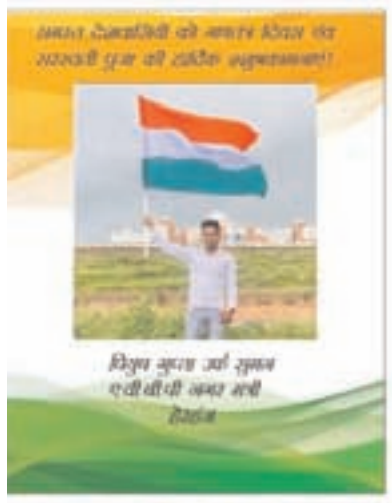

गणतंत्र दिवस

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त
देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
निर्मला लता
प्रखण्ड शिक्षा प्रसार
पदाधिकारी
हेरहंज

समस्त देशवासियों को
गणतंत्र दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
आर. सत्यार्थी
परियोजना पदाधिकारी
अमलो

समस्त देशवासियों को
गणतंत्र दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
अनिता गुप्ता
पूर्व प्रमुख
चन्द्रपुरा प्रखण्ड

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त
देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
जन वितरण प्रणाली
दुकानदार संघ
प्रखण्ड-हेरहंज

समस्त देशवासियों को
गणतंत्र दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
गिरजा देवी
प्रमुख

समस्त देशवासियों को
गणतंत्र दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
चन्द्र प्रकाश चौधरी
सांसद
गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र

मॉं कॉस्मेटिक & श्रृंगार स्टोर एवं गिफ्ट कॉर्नर
8986868189, 6360944707

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
लाडले खान
कांग्रेस
प्रखण्ड अध्यक्ष
हेरहंज

गणतंत्र दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
मनोज अग्रवाल
मुख्य महाप्रबंधक
ढोरी क्षेत्र

समस्त देशवासियों को
गणतंत्र दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
अशोक कु. सिंह
थाना प्रभारी
बेरमो

TERRI
Fueling Growth
नेयं स्वर्णपुरी लङ्का रोचते मम लक्ष्मण ।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥
हर एक दिल में हिंदुस्तान है, राष्ट्र के लिए मान-सम्मान हैं।
भारत मां के बच्चे हैं हम, इस मिट्टी पर हम सब को अभिमान है।
इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वीर सिद्धू-कान्हू की कर्मभूमि से
टेरी माइनिंग प्रा0 लि0 परिवार का समस्त देशवाशियों को
INDIA
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
।। वंदे मातरम् ।।

সম্পাদকীয়

আরব দেশগুলো কেন ফিলিস্তিনের পক্ষে মামলা করতে গেল না

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিজে) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার আনা গণহত্যার অভিযোগের শুনানি শেষ হয়েছে। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা সুনির্দিষ্ট করে বলেছে, গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েল গণহত্যা চালাচ্ছে। অচিরেই গণহত্যা বন্ধের জন্য আইসিজেকে আদেশ দেওয়ার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা আবেদন করেছে। এখন প্রশ্ন উঠেছে, আরব দেশগুলো কেন এই মামলায় দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলো না কেনইবা তারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে আইসিজেতে নালিশ জানাতে গেল না। আইসিজের সনদ অনুযায়ী, জাতিসংঘের যেকোনো সদস্যদেশ যেকোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এখানে মামলা করতে পারে। সে হিসেবে বলা যায়, আরব দেশগুলো আইসিজেতে সহজেই মামলা করতে পারত। অন্তত গত ২৯ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকা আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা দায়ের করার আগে প্রিটোরিয়াকে তারা ওই মামলায় বাদী হিসেবে যুক্ত করতে অনুরোধ জানাতে পারত। গণহত্যা প্রতিরোধে জাতিসংঘের গণহত্যা সনদে যে বিধি ও বাধ্যবাধকতার উল্লেখ রয়েছে, তা অনুসরণের 'দায়বদ্ধতা' দক্ষিণ আফ্রিকা স্বীকার করেছে। সেই একই বিবেচনায় ১৯টি আরব ও মুসলিম দেশ জেনেভা কনভেনশনের আওতায় একইভাবে মামলাটি করতে পারত। এর মধ্যে রয়েছে মিসর, সৌদি আরব, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিরিয়া, সোমালিয়া, সুদান, ইরাক, ওমান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, মরক্কো, ইয়েমেন ও ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ (পিএ)। অনেক আরব রাষ্ট্র বলতে পারে, আইসিজেতে মামলা করার মতো আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ কেন তারা নিতে পারেনি, সে বিষয়ে তাদের কাছে 'যুক্তিসংগত' ব্যাখ্যা রয়েছে। কোনো কোনো দেশ দাবি করতে পারে, তারা দুর্বল অর্থনীতির ছোট দেশ ফলে এ ধরনের পদক্ষেপ নিলে তাদের করুণ পরিণতি বরণ করতে হতে পারত। তিউনিসিয়ার মতো কিছু দেশ হয়তো বলবে, তারা এই মামলা করতে পারে না, কেননা তারা ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসেবেই স্বীকৃতি দেয় না। তবে এই সব অজুহাত সৌদি আরব ও মিসরের মতো শক্তিশালী অর্থনীতি ও অধিকতর প্রভাবশালী দেশগুলোর ক্ষেত্রে খাটে না। বরং আইসিজেতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের যাওয়ার যুক্তিসংগত ভিত্তি রয়েছে। সৌদি আরব ও মিসর এ বিষয়ে যে ব্যাখ্যা দিতে পারে তা হলো, ইসরায়েল ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের কোপানলে পড়ার ভয়। বেশির ভাগ আরব দেশ বিশ্বাস করে, তাদের পক্ষে ইসরায়েল ইস্যুতে আমেরিকার অবস্থানকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল সিসি ইসরায়েলের বিরোধিতা করা দূরে থাক, উল্টো তাদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার জন্য সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করে গেছেন। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে করা একটি প্রতিরক্ষা চুক্তির শর্ত মেনে সৌদি আরব ইসরায়েলের সঙ্গে মুসলিম দেশগুলোর সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় ছিল। কয়েক বছর ধরে ওপেকের তেল উৎপাদন এবং চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌদি আরব ও মিসরের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। তথাপি ইসরায়েল ইস্যুতে এই দেশ দুটি যুক্তরাষ্ট্রকে চটাতে চায় না। কারণ, তারা বিশ্বাস করে, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গেলে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে খাদের কিনারায় চলে যাবে। এর বাইরে আরব দেশগুলোর মানবাধিকারসংক্রান্ত কুখ্যাত রেকর্ডগুলোও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যেতে তাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের আশঙ্কা, আইসিজেতে যদি তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা করতে যায়, তাহলে ইসরায়েল কিংবা তার মিত্র কোনো দেশও আইসিজেতে আরব দেশগুলোর বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিতে পারে। সৌদি আরব ও মিসর ছাড়াও বেশির ভাগ আরব দেশকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করা যেতে পারে। মিসর একটি দুর্নীতিগ্রস্ত আইনি ব্যবস্থা দিয়ে বানোয়াট অভিযোগে হাজার হাজার রাজনীতিবিদ এবং বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীকে কারারুদ্ধ করে রেখেছে। মিসরের বিরুদ্ধে বহু মানবাধিকারকর্মীকে ঠান্ডা মাথায় খুন করার ও গুম করার অভিযোগ আছে। সৌদি আরব একইভাবে অসংখ্য ভিন্নমতাবলম্বীর ওপর উৎপীড়ন চালিয়েছে। ইয়েমেনে সৌদি আরব যুদ্ধাপরাধ করেছে বলেও জোরালো অভিযোগ আছে। মূলত নিজেদের এসব অপকর্মের কারণে আরব দেশগুলো আইসিজে কিংবা আইসিসিতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নালিশ করতে যায় না।

জানা অজানা

রাষ্ট্রীয় জাগরণের জনক স্বামী বিবেকানন্দ

সুনীল কুমার দে

মহাত্মা গান্ধী কে যদি স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপিতা বলি,তাহলে যিনি ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা এনেছেন সেই নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস কে বলবো ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক আর যিনি ঘুমন্ত ভারতবর্ষ কে জাগিয়েছেন,ভারতের আত্মাকে জাগিয়েছেন, ভারত বাসীর কানে স্বাধীনতার মন্ত্র দিয়েছেন সেই বিদ্রোহী বীর স্বামী বিবেকানন্দ কে বলবো ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পিতামহ।স্বামী বিবেকানন্দ প্রকৃত পক্ষে হলেন রাষ্ট্রীয় জাগরণের জনক।তিঁনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতবর্ষ কে ও সনাতন ধর্ম কে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।স্বামী বিবেকানন্দ জাতির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ওঠো,জাগো ভারত বাসী,ভারত মাতা এখন সহস্র মানুষ বলি চান,এখন তোমাদের কে অন্য দেব দেবীর পুজো না করলেও চলবে,এখন ভারত মাতাই তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হউক।স্বামিজি ভারতকে ও সনাতন হিন্দু ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর গুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে আমেরিকায় গেলেন।ভারত কে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করলেন।সকল ধর্মকে সন্মান জানিয়ে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব কে প্রমান করলেন।হিন্দু ধর্মের মহানতা,উদারতা কে বিদেশে প্রচার করলেন।ইংরেজদের দেশে গিয়ে বললেন,,আমি তোমাদের কাছে ধর্ম প্রচার করতে আসি নি,ক্রিস্টান কে হিন্দু বানাতে আসি নি,আমি এসেছি আমার কোটি কোটি ভারত বাসীর জন্য ভিক্ষা চাইতে,যারা ভালো করে দুবেলা খেতে পায় না,উপযুক্ত শিক্ষা পায় না,চিকিৎসা পায় না।আর তোমরা সে দেশে গিয়ে তাদের হাতে বাইবেল তুলে দিচ্ছ,তাদের ধর্ম পরিবর্তন করছো।ধিক তোমাদের।আপনারা ভাবতে পারেন পরাধীন ভারতের একজন সন্ন্যাসী তাদের দেশে গিয়ে তাদের কড়া শাসন করে এসেছেন তিনি,যুদ্ধ করে এসেছেন বিনা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে,তুফানী সন্ন্যাসী নামে পরিচিত হয়েগেছিলেন তিনি। আর আমরা বলি চরখা কেটে এ দেশে স্বাধীনতা এসেছে।স্বামীজি যখন দেশে ফিরে এলেন তখন দেশে স্বদেশ প্রেমের আগুন লেগে গেছে।ভারত আত্মা জেগে গেছে।সারা ভারত তার বিদ্রোহী সন্তান কে সাদরে স্বাগত করলো।খেতরির রাজা ঘোড়া খুলে দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে স্বামীজি কে বসিয়ে নিজেই রথ টানতে শুরু করলেন।উত্তাল জন সমুদ্র।ব্রিটিশ চোখ খুলে দেখলো জাগ্রত ভারতবাসীকে।স্বামীজি কলকাতায় এসে ত্যাগ ও সেবার কেন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনের স্থাপনা করলেন বেলুড়ে।দলে দলে লোক আসতে লাগলো স্বামীজীর কাছে।স্বামীজি সবাই কে দেশ প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন।ইংরেজের নজরে পড়লো বেলুড় মঠ।এখানে স্বদেশি আন্দোলনের আখড়া তৈরী হয়েছে জেনে স্বামীজি কে ধরতে এলেন ইংরেজ।স্বামীজী গর্জে উঠলেন, সাহেব এ দেশ টা আমাদের তাই আমি ভবিষ্যৎ বাণী করছি আজ থেকে ৫০ বছর পর এ ভারত ছেড়ে তোমাদের কে যেতেই হবে।তার আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। স্বামিজী এ কথা বলেছিলেন ১৮৯৭ সালে।পরবর্তী কালে স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীনতার জন্য বহু বিপ্লবী আন্দোলন করেছেন তার মধ্যে বাল গঙ্গাধর তিলক,ঋষি অরবিন্দ,সিস্টার নিবেদিতা, হেমচন্দ্র,বারিন ঘোষ,নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস প্রমুখ ছিলেন।কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন,, যদি ভারত কে জানতে চাও তবে বিবেকানন্দ কে জানো,তিনি স্বয়ং ভারত বর্ষ ছিলেন।সেজন্যই বললাম স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পিতামহ ও রাষ্ট্রীয় জাগরণের জনক।

রাম মন্দিরে 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা'র আগে পরে ভারতে যেসব সাম্প্রদায়িক অশান্তি হয়েছে

প্রঅযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন আর রামচন্দ্রের মূর্তিতে 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' হয় ২২শে জানুয়ারি। তার আগে পরে উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, তেলেঙ্গানাসহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে সাম্প্রদায়িক অশান্তির ঘটনা ঘটেছে।

ওইসব ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। এইসব অশান্তির মধ্যে ধর্মের নামে মারামারি, স্লোগান দেওয়া আর পরিস্থিতি অশান্ত করার নানা প্রচেষ্টা হয়েছে।

সুজয়
প্রাবন্ধিক

গত কয়েক দিনে কোথায় এ ধরনের ঘটনা কীভাবে হয়েছে, তারই ধারাবিবরণী রয়েছে এই প্রতিবেদনে।

প্রথমেই উল্লেখ করা যাক মুম্বাইয়ের মীরা রোডে সহিংসতার ঘটনাটি।

অযোধ্যায় রামচন্দ্রের মূর্তিতে 'প্রাণ প্রতিষ্ঠার' একদিন আগে মুম্বাইয়ের মীরা রোডের নয়া নগর এলাকায় 'রাম রাজ রথ যাত্রা' নামের একটি মিছিল বেরিয়েছিল। এই মিছিলের ওপরে পাথর ছোঁড়া হয় বলে জানা গেছে, আর তার পরেই সেখানে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।

পরের দিন পৌর নিগম ওই এলাকার কিছু দোকান বুলডোজার চালিয়ে ভেঙ্গে দেয়। পৌর নিগমের বক্তব্য ছিল অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গার জন্যই ওই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমস্যা ওখানেই থেমে থাকেনি। সন্ধ্যার সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের কয়েকজনের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ঘটনায় আহত আব্দুল হক দাবি করছেন যে তার ওপরে হামলা করার সময়ে তার ধর্ম কী, সেটি জানতে চাওয়া হচ্ছিল।

পুলিশের ডেপুটি কমিশনার জয়ন্ত বজবালে জানিয়েছেন যে ওই ঘটনায় ১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গির্জার ওপরে গেরুয়া পতাকা

অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের আগের দিন, ২১শে জানুয়ারি মধ্য প্রদেশের ঝাবুয়াতে কয়েকজন ব্যক্তি ধর্মীয় স্লোগান দিতে দিতে একটা গির্জার ওপরে চড়ে যায় আর সেখানে একটা গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে দেয়।

সামাজিক মাধ্যমে ওই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেছে। ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে কীভাবে ওই ভবনটির ওপরে দুজন ব্যক্তি চড়ে গিয়ে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় ক্রস চিহ্নের পাশে গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে দিয়েছে।

এই ঘটনা যখন ঘটছে, পিছনে জোরেশোরে ধর্মীয় স্লোগানের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে ওই ভিডিওতে।

রাণাপুর থানা এলাকার দবতলাই গ্রামের ওই বাড়িটি টরবু অমলিয়ার নামের এক ব্যক্তির, যিনি ঘটনার ব্যাপারে থানায় অভিযোগ জানাতে চাননি।

সংবাদ পোর্টাল দ্য ওয়ারের খবর অনুযায়ী, মি. অমলিয়ার বলেছেন, যারা ধর্মীয় স্লোগান দিতে দিতে এসেছিল, তারা সংখ্যায় প্রায় ২৫ জন ছিল। পাশের গ্রামের বাসিন্দা বলে তাদের সবাইকেই তিনি চেনেন।

মি. অমলিয়ারকে উদ্ধৃত করে দ্য ওয়ার লিখেছে, যেখানে পতাকা লাগানো হয়েছিল, সেটা একটা গির্জা। তিনি ২০১৬ সালে ওই গির্জা নির্মাণ করে এবং প্রতি রবিবার ৩০-৪০ সেখানে প্রার্থনা করতে আসেন।

জামা মসজিদের সামনে রাম ভজন

মধ্য প্রদেশের ইন্দোরে বেটমা এলাকা থেকেও সাম্প্রদায়িক অশান্তির খবর পাওয়া গেছে। সামাজিক মাধ্যমে দ্রুত ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে বেটমা এলাকায় জামা মসজিদের সামনে প্রচুর মানুষ সমবেত হয়েছেন। ভিডিওতে শোনা

যাচ্ছে যে মসজিদের সামনে রাস্তায় বসে হনুমান চালিশা বাজানো হচ্ছে।

সেখানে গেরুয়া পতাকাও উড়ছিল। মধ্য প্রদেশে বিবিসির সহযোগী সংবাদদাতা সুরেইয়া নিয়াজি নিশ্চিত করেছেন যে ওই ভিডিওটি বেটমা এলাকার জামা মসজিদের সামনেই তোলা হয়েছে।

মি. নিয়াজি এটাও জানিয়েছেন যে স্থানীয় মুসলমানরা সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন না, কারণ তাদের মনে ভয় ধরে গেছে।

মসজিদের ফটকে গেরুয়া পতাকা

উত্তরপ্রদেশের সন্ত কবীরনগরে এক শোভাযাত্রা বের করা হয়েছিল। সেটির চলার পথেই একটা মসজিদের ফটকে চড়ার চেষ্টা করা হয়।

সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে যে বেশ কিছু ব্যক্তি একটা মসজিদের সামনে গেরুয়া পতাকা ওড়াচ্ছেন।

এক ব্যক্তিকে দেখা যায় মসজিদের ফটকে ওঠার চেষ্টা করছেন।

এই মসজিদটি মেহদাবল নগর পঞ্চায়েত এলাকার।

মেহদাবল থানার অফিসার বিজয় কুমার দুবে বিবিসিকে জানিয়েছেন যে শান্তি ভঙ্গ করার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

তিনি এটাও জানিয়েছেন, এখন পরিস্থিতি শান্ত আছে। মসজিদের তরফ থেকে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

তার কথায়, এলাকায় যে কোনও মিছিল বা শোভাযাত্রা বের হলে যেখানে মসজিদটি অবস্থিত, সেই রাস্তা দিয়েই যায়। সেভাবেই ২২শে জানুয়ারি ওই রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। সেখান থেকেই কিছু ব্যক্তি পরিস্থিতি অশান্ত করার চেষ্টা করে।

শোভাযাত্রার আগেই পুলিশ ওই পথের সব মন্দির মসজিদের ফটক বন্ধ করে দিয়েছিল।

লক্ষ্ণৌয়ের রাস্তায় অশ্লীল গান

লক্ষ্ণৌয়ের হজরতগঞ্জ থানা এলাকায় ২২শে জানুয়ারি সন্ধ্যায় অশ্লীল ও গালাগালিতে ভরা গান বাজানো হয়েছে সর্বসমক্ষেই।

সামাজিক মাধ্যমে ওই গানটির ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পরে অনেকেই পুলিশের হস্তক্ষেপ চেয়ে সরব হয়েছেন। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

লক্ষ্ণৌয়ের অতিরিক্ত ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট মনীষা সিং বিবিসিকে বলেছেন, এখন ওই তিনজন বিচার বিভাগীয় হেফাজতে আছে। এরা স্থানীয় ব্যবসায়ী। এরা বলছে অনুষ্ঠানের জন্য তারা একজন ডিজে ভাড়া করে এনেছিল। তিনি ইউটিউব খুঁজে একের পর এক গান বাজাচ্ছিলেন। জেনেশুনে অশ্লীল গান চালানো হয়নি বলেই এরা দাবি করছে।

তেলেঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডি জেলায় এক যুবককে নগ্ন করে ঘোরানো আর তার গোপনাঙ্গে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটির ভিডিওও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে এক যুবককে নগ্ন করে কয়েকজন ধরে রেখেছে, পিছনে ধর্মীয় স্লোগান শোনা যাচ্ছে।

এরই মধ্যে এক ব্যক্ত ওই যুবকের গোপনাঙ্গে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, এমনটাও ভিডিওতে দেখা গেছে।

সাঙ্গারেড্ডি জেলার পুলিশ সুপার সিএইচ রূপেশ বিবিসিকে বলেছেন, যুবকের সঙ্গে যে ঘটনা হয়েছে, সেটা ২২শে জানুয়ারির।

তিনি বলছেন, যে যুবককে নগ্ন করে ঘোরানো হয়েছে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি ধর্মীয় পতাকার অবমাননা করেছেন। দুই পক্ষের বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

ওই যুবকের বিরুদ্ধে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার আর অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে যুবককে মারধর করা অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ।

মি. রূপেশের কথায়, ওই যুবক এখন জেলে আছেন আর যারা তাকে নগ্ন করে ঘুরিয়েছিল, তারা পলাতক।

সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করা হচ্ছে, এরকম একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে ওই যুবক গেরুয়া পতাকার অবমাননা করছেন।

কবরস্থানে আগুন ধরানো

বিহারের দারভাঙ্গা জেলার একটি কবরস্থানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় ২২শে জানুয়ারি।

কেওটি থানার অধীন খিরমা গ্রামের ঘটনা এটি।

থানার ওসি রাণী কুমারী বিবিসিকে বলেছেন, প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিন একশোরও বেশি মিছিল বেরিয়েছিল। সেখান থেকেই কেউ কবরস্থানে পটকা ছুঁড়ে দেয়। তা থেকেই আগুন ধরে যায়।

আগুন লেগে যাওয়ার পরে হিন্দু আর মুসলমান দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু মারামারি হয়নি, জানান মিজ কুমারী।

পুলিশ নিজে থেকেই ওই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করেছে। কিন্তু রাণী কুমারী বলছেন অভিযুক্ত পলাতক।

পাঞ্জাবে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের মামলা

ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার দুটি পৃথক মামলা দায়ের করেছে পাঞ্জাবের পুলিশ।

দুটি ঘটনাতেই অভিযোগকারীরা বলেছেন যে রামচন্দ্রকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করা হয়েছে। একটি ঘটনা বারনালা আর অন্যটি ভাটিণ্ডা জেলার।

বারনালা পুলিশ ইকবাল ধানৌলা নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে আর ভাটিণ্ডায় সাইনা নামের এক যুবতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিবিসির সহযোগী সংবাদদাতা নওকিরণ সিং জানিয়েছেন ৫৩ বছর বয়সী ইকবাল ধানৌলা একটা ছোট ছাপাখানা চালান, যেখানে বিয়ে শাদি আর অন্যান্য অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হয়। তিনি সামাজিক মাধ্যমে যথেষ্ট সক্রিয় এবং নিজেকে তিনি নাস্তিক বলে দাবি করেন।

ভাটিণ্ডা থেকে বিবিসির আরেক সহযোগী সাংবাদিক সুরিন্দর মান বলছেন সাইনা একটি সেলুন চালান।

ভাটিণ্ডার সিনিয়র পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট হরমনভির সিং গিল বলছেন, হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের কয়েকজন প্রতিনিধি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন যে এক যুবতী সামাজিক মাধ্যমে রামচন্দ্র এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে খারাপ মন্তব্য করছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মিজ সাইনাকে গ্রেফতার করা হয়।

সাময়িকী

২০২৪ সালে ইউক্রেনের যুদ্ধে যে তিন পরিণতি হতে পারে

সমরেশ
প্রাবন্ধিক

ইউক্রেনে সংঘাত তৃতীয় বছরে গড়াতে যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে যুদ্ধক্ষেত্রে খুব সামান্যই অগ্রগতি হয়েছে। ২০২৪ সালে এই যুদ্ধ কোন দিকে গড়াবে? যুদ্ধের গতি পরিবর্তন হওয়ার কী কোনো লক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে?

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি মন্তব্য করেছেন যে এ বছরের জুনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেন যে অভিযান চালিয়েছিল, তা আশানুরূপ সাফল্য পায়নি। ইউক্রেনের ভূমির প্রায় ১৮ এখন রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে। আগামী ১২ মাসে এই যুদ্ধকে ঘিরে কী পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, সে বিষয়ে তিনজন সামরিক বিশ্লেষকের সাথে আলোচনা করে এই প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছে। ইউক্রেনে যুদ্ধ শীঘ্রই থেমে যাবে, এমন সম্ভাবনা এখন আগের চেয়ে দুর্বল। গত বছরের এই সময়ের সাথে তুলনা করলে, ভ্লাদিমির পুতিন এখন আগের চেয়েও শক্তিশালী। শুধু সামরিক শক্তির বিচারেই নয়, রাজনৈতিকভাবেও গত বছরের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত অবস্থানে রয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি এখনও অনিশ্চিত। ইউক্রেনের শীতকালীন অভিযান সম্প্রতি থেমে গেছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। আবার রাশিয়ার দিক থেকেও তেমন কোনো অগ্রগতি নেই। যুদ্ধের ফল আসলে নির্ভর করছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শত মাইল দূরের ব্রাসেলস ও ওয়াশিংটনে হওয়া সিদ্ধান্তের ওপর। পশ্চিমা শক্তিগুলো ২০২২ সালে ইউক্রেনের পক্ষে সমর্থনের যে প্রদর্শন করেছিল, তা ২০২৩ এও জারি ছিল। কিন্তু তাদের সেই সমর্থন প্রকাশ সম্প্রতি যেন অনেকটাই ম্রিয়মাণ হতে শুরু করেছে। ইউক্রেনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তার প্যাকেজ ওয়াশিংটনের অনুমোদন পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ভাষায়, 'সস্তা রাজনীতি'র শিকার হয়ে এই প্যাকেজ ওয়াশিংটনের অনুমোদন পাচ্ছে না। অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সহায়তা ইউক্রেন পাবে কি না, তা নির্ভর করছে হাঙ্গেরির সমর্থন দেয়া না দেয়ার ওপর। পশ্চিমা শক্তিগুলোর নিজেদের ভেতরে এই দোটানা পুতিনকে আরো আত্মবিশ্বাসী করেছে। তার সাম্প্রতিক বক্তব্য ও জনসম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ধরন বিশ্লেষণ করলে এমনটাই মনে হয় যে রাশিয়া ইউক্রেন সংঘাত বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য চলবে। সেরকম হলে, পশ্চিমা বিশ্ব কী পুতিনের বিরোধিতা চালিয়ে যেতে পারবে? ইউক্রেন ও মলদোভাকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ দেয়া হবে কিনা, সে বিষয়ে দেশগুলোর সাথে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছে সংস্থাটি। এই সিদ্ধান্ত কেবল প্রতীকী নয়। এর অর্থ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিয়েভকে সমর্থন দেয় অব্যাহত রাখবে। কারণ, চলমান যুদ্ধে রাশিয়া এককভাবে জয় লাভ করলে ইউরোপীয় ইউনিয়নে এমনিতেও থাকতে পারবে না ইউক্রেন। ওয়াশিংটনের নীতিগত সিদ্ধান্ত পুরোপুরি ঘুরে যাওয়ার সম্ভাবনা অবশ্য কম। যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হলে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ওয়াশিংটনের নীতিগত অবস্থান কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে, কারণ মি. ট্রাম্প নেটো থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহারের বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি সোচ্চার হয়েছেন। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে মি. ট্রাম্প নেটোতে থাকার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়ে গেলেও ২০১৬ সালে তিনি নিজে যখন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তখন এই পদক্ষেপ নেননি। আর নেটোর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের ৭৫ বছরের এই সম্পর্ক তিনি একার সিদ্ধান্তে ছিন্ন করতেও পারবেন না। কাজেই, পশ্চিমা দেশগুলোর এই দোটানার কারণে ইউক্রেনে যুদ্ধ আরো দীর্ঘায়িত হবে, এমনটা বলাই যায়। এমন পরিস্থিতিতে রাশিয়ার ভেতরে যদি সামরিক অভ্যুত্থান না হয়, অথবা পুতিন স্বাস্থ্য জনিত কারণে মারা না যান - তাহলে এই যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার একমাত্র উপায় দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান। আর আপাতত কোনো পক্ষই আলোচনায় বসতে সম্মত নয়। তাই বলা যায় যে, ২০২৪ সালেও যুদ্ধ চলবে, তবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলবে না। বিশ্লেষকরা বলছেন, ২০২৪ সালেও যুদ্ধ চলবে, তবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলবে না। ইউরোপে বড় ধরনের যুদ্ধের প্রত্যাবর্তন হয়েছে ২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা শুরু করার পর। এই যুদ্ধ ২০২৩ সালে গড়ানোর পর এটাও নিশ্চিত হয়েছে যে শিল্প বিপ্লব চলাকালীন সময়কার যুদ্ধে যেমন পরিস্থিতি তৈরি হত, এই যুদ্ধকে ঘিরে সেরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শিল্প বিপ্লবের সময় কোনো একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রভাবিত হত যুদ্ধকে ঘিরে। অর্থাৎ, যুদ্ধের সময় যে ধরনের পণ্য প্রয়োজন হয়, অর্থনীতিতে সেই ধরনের পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যায়। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে, অর্থাৎ ২০২১ সাল থেকে, রাশিয়ার প্রতিরক্ষা বাজেট তিন গুণ বেড়েছে। আগামী বছর রাশিয়ার সরকারি ব্যয়ের ৩০ খরচ হবে যুদ্ধের পেছনে। এর অর্থ, এই যুদ্ধ ইউরোপের জন্য ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপ মহাদেশ সবচেয়ে দীর্ঘ ও সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি পূর্ণ যুদ্ধে পরিণত হতে পারে এই যুদ্ধ। ইউক্রেনে সম্মুখ সমরের যে একেবারেই কোনো যুদ্ধ হচ্ছে না, তা বলা ভুল হবে। সেখানে দুই পক্ষই একে অপরকে ঠেকিয়ে রাখার মত মাত্রায় যুদ্ধ করছে। রুশ বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে আগ্রাসন চালিয়ে ডনবাস অঞ্চলের পুরোটা দখল নেয়ার চেষ্টা করতে পারে। ইউক্রেনও পশ্চিম কৃষ্ণ সাগরের এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ বসফরাস প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ পুনর্দখলের সুফল ভোগ করতে চাইবে। সেই হিসেবে মনে হচ্ছে, ২০২৪ সালে কিয়েভ ও মস্কো দুই পক্ষই সংঘবদ্ধ হওয়ার একটা সুযোগ পাবে। ২০২৫ সালের বসন্তকালের আগে পুরো দমে আক্রমণ চালানোর মত যথেষ্ট অস্ত্র বা প্রশিক্ষিত লোকবলের জোগাড় করতে পারবে না রাশিয়া। অন্যদিকে, আগামী বছরের পুরোটা সময় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইউক্রেনের প্রয়োজন পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে অর্থ ও সেনা সহায়তা। পাশাপাশি তাদের নিজেদের শক্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও কাজ করতে হবে তাদের। তাই শিল্প বিপ্লবের সময়কার যুদ্ধের মত, এই যুদ্ধও বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার মধ্যকার প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব ঘটনা ঘটবে, তা আন্তঃসামাজিক প্রতিযোগিতার উপসর্গ হিসেবেই পরিলক্ষিত হবে। ২০২৪ সালে এই যুদ্ধের সামরিক পরিণতি আভদিভকা, তোকমাকের মত সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ধারিত না হয়ে নির্ধারিত হবে মস্কো, কিয়েভ, ওয়াশিংটন, ব্রাসেলস, বেইজিং, তেহরান ও পিয়ংইয়ংয়ে। সক্ষমতার দিক থেকে ইউক্রেনকে সম্পূর্ণরূপে দখল করতে রাশিয়া অপারগ। ইউক্রেনের যতটুকু অঞ্চল তারা দখল করে রেখেছে, ততটুকুই তারা দখল করে রাখবে। এই সময়টা কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদের প্রতিরক্ষা বলয় আরো শক্তিশালী করবে এবং কতদিনে পশ্চিমা দেশগুলো ইউক্রেনকে সমর্থন দেয়ার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে, তার জন্য অপেক্ষা করবে। কিন্তু ইউক্রেন থামবে না। তাদের লড়াই টিকে থাকার এবং তারা জানে যে তারা থেমে গেলে রাশিয়া কী করবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে যেহেতু ইউক্রেনে সহায়তা ও ত্রাণ কমে যাচ্ছে, ইউরোপের অনেক দেশ ইউক্রেনে ত্রাণ দেয়া বাড়ানোর তাগিদ দিচ্ছে। তবে আমার অনুমান, আগামী বছরের শুরুতেই যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের জন্য বরাদ্দ ত্রাণ ও সহায়তার প্যাকেজ সরবরাহ করবে। এই প্যাকেজটি ডিসেম্বরে ছাড় হওয়ার কথা থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে তা আটকে দেয়া হয়। সেই হিসেবে, আমার ধারনা, ইউক্রেন আগামী কয়েকমাসে তাদের দিক থেকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেয়ার চেষ্টা করবে। টানা যুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া ইউনিটগুলোকে পুনর্গঠন ও সংগঠিত করা। নতুন করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। লোকবল বাড়ানোর লক্ষ্যে ইউক্রেনের ভেতরে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ওপর জোর দেয়া।

অস্ত্র ও গোলাবারুদের উৎপাদন বাড়ানো।জ্যামার, ইন্টারসেপটার, লোকেটরের মত রুশ ইলেকট্রনিক যুদ্ধাস্ত্রের মোকাবেলার লক্ষ্যে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানো।আগামী গ্রীষ্মের শুরু থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি এফ১৬ যুদ্ধবিমান ব্যবহার করতে পারবে ইউক্রেন। এই যুদ্ধবিমান ইউক্রেনের নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে যেমন শক্তিশালী করবে, তেমনি রুশ বিমানের বিপক্ষে তাদের আক্রমণকেও সুসংহত করবে।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে কংগ্রেসে মোক্ষম আঘাত

কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী বিস্মিতা গগৈ, অঙ্কিতা দত্ত সহ একাংশ ছাত্র সংস্থার প্রাক্তন নেতা বিজেপিতে যোগদান নিশ্চিত, অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য সহ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামীর অগপতে যোগদানের সম্ভাবনা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ যেকোনো নির্বাচনের আগে এক দল থেকে অন্য দলে নেতাকর্মীদের যাতায়াত স্বাভাবিক বিষয়। তবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে কংগ্রেসের একাংশ নেতার মধ্যে যেন অন্য দলে যোগদান করার ক্ষেত্রে এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ফলে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে কংগ্রেস মোক্ষম আঘাতের সম্মুখীন হতে চলেছে। একদিকে তরুণ গগৈ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী বিস্মিতা গগৈ, প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি অঞ্জন দত্তের কন্যা অঙ্কিতা দত্ত রবিবার বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন। অন্যদিকে সোমবার অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য অসম গণপরিষদ দলে যোগদান করার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি এক্ষেত্রে কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী অসম গণপরিষদে যোগদান করতে চলেছেন বলে গুজব রটেছে। তাছাড়া একাংশ প্রাক্তন ছাত্র সংস্থার নেতা সহ অখিল গগৈর এক কালের সঙ্গী তথা বর্তমান আম আদমি পার্টির নেতা কমল কুমার মেধি বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন।

লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে দল বদলের রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে। তবে দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসের একাংশ নেতা বিজেপিতে যোগদান করবেন বলে জল্পনা চলছিল। এরই ফল স্বরূপে প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর সরকারের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা খুমটাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিস্মিতা গগৈ এবার আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন। রবিবার মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে অনুষ্ঠেয় এক অনুষ্ঠানে গেরুয়া দলে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগদান করতে চলেছেন তিনি। ইতিমধ্যে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রাথমিক সদস্য পদ সহ যাবতীয় দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন বিস্মিতা গগৈ।

অন্যদিকে কংগ্রেস থেকে ইতিমধ্যে নিলম্বিত যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অঙ্কিতা দত্ত বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন। সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাসনের বিরুদ্ধে মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচারের অভিযোগ এনেছিলেন তিনি। কিন্তু সেটার বিচার না করে উল্টো তাকেই দল থেকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছিল। তবে দীর্ঘদিন থেকে উচিত ন্যায়ের দাবিতে শরম হয়েছিলেন প্রাক্তন প্রয়াত মন্ত্রী তথা কংগ্রেস সভাপতি অঞ্জন দত্তের তনয়া অঙ্কিতা দত্ত। বিশেষ করে রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রায় সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাসনের বিরুদ্ধে নালিশ করে ন্যায় পাবেন বলে আশা করেছিলেন অঙ্কিতা দত্ত। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয়ে ওঠেনি। অবশেষে তিনি বিজেপিতে যোগদান করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রবিবার বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে গেরুয়া দলে নাম অন্তর্ভুক্তি করতে চলেছেন তিনি। উল্লেখ্য ২০২১ সালে আমগুড়ি কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের টিকিটে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাস্ত হয়েছিলেন অঙ্কিতা দত্ত।

তাছাড়া সারা অসম ছাত্র সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি দীপঙ্কর নাথ এবং প্রাক্তন উপসভাপতি প্রকাশ দাস রবিবারের নির্ধারিত অনুষ্ঠানে বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন। তাছাড়া ইতিমধ্যে কংগ্রেসের যোগদান করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ছাত্র সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি শংকর প্রসাদ রয় পরবর্তীকালে বিজেপিতে যোগদান করবেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে কংগ্রেস থেকে ইতিমধ্যে পদত্যাগ করা অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য আগামী সোমবার অসম গণপরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করতে চলেছেন। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বর্তমান ব্যাপক তৎপর হয়ে থাকা কংগ্রেসের কার্যকারী সভাপতি রানা গোস্বামীর একই দিনে অসম গণপরিষদে যোগদানের পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে বলে গুজব ঘটেছে। যোরহাটের একজন শক্তিশালী কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক রানা গোস্বামীর অগপতে যোগদানের গুজব ছড়িয়ে যাওয়ার পর এক্ষেত্রে দলটিতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা অসম গণপরিষদের কার্যকারী সভাপতি কেশব মহন্ত বলেন কংগ্রেসের বহু নেতা আগামী সোমবার দলে যোগদান করতে চলেছেন। তাছাড়া বর্তমান কংগ্রেসের কয়েকজন বিধায়ক অসম গণপরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনের পর কংগ্রেসের এই বিধায়কদের অসম গণপরিষদে যোগদান করা প্রায় নিশ্চিত বলে ঘোষণা করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। অন্যদিকে দলের নেতাদের অন্য দলে যোগদান সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন অঙ্কিতা দত্ত বর্তমান কংগ্রেস থেকে নিলম্বিত। ফলে অঙ্কিতা দত্তকে কংগ্রেসের নেতা বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। অন্যদিকে প্রাক্তন মন্ত্রী বিস্মিতা গগৈ বর্তমান ইনেক্টিভ নেত্রী। তাকে মহিলা কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বৃহৎ ভোটের ব্যবধানে দুইবার পরাজিত হওয়ার পর মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না বিস্মিতা গগৈ। এর ফলে তিনি এই দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছিলেন বলে জানান প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা।

বিজেপি মিত্র জোটের সাড়ে ১১ টি আসন কিভাবে ১২ টি করা যায় সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

শুধুমাত্র রাহুল গান্ধী কেন তাকে পরাজিত করার জন্য সোনিয়া গান্ধী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এবং তার পুত্রকেও আসতে হবে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ একদিকে রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা। অন্যদিকে কংগ্রেসের লোকসভা নির্বাচনের জন্য সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত। এই পরিস্থিতিতেও নিজের স্থিতিতে অটল রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মিত্র জোটের সাড়ে ১১ টি আসন পাওয়া ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়ে রয়েছে। এবার সেই সাড়ে ১১ টি আসন কিভাবে ১২ টি করা যায় সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাছাড়া তিনি বলেন শুধুমাত্র রাহুল গান্ধী কেন তাকে পরাজিত করার জন্য সোনিয়া গান্ধী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এবং তার পুত্রকেও আসতে হবে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক বিরোধী উভয় পক্ষ বর্তমান ব্যাপক ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। শাসক পক্ষ বিজেপি নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলেছে। তবে এক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে কংগ্রেস রাজ্যের বেশ কয়েকটি আসনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করে নিয়েছে। তাছাড়া বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা প্রতিটি রাজনৈতিক দলও লোকসভা নির্বাচনের জন্য নিজেদের প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু এরই মধ্যে ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা নিয়ে অসমে আট দিন কাটিয়ে গেছেন রাহুল গান্ধী। কংগ্রেসের এই যাত্রাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিনটিতে করে রাহুল গান্ধীর বটদ্রবা থান দর্শন করা প্রচেষ্টা এবং পরের দিন অর্থাৎ ২৩ জানুয়ারি মহানগরে ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রার প্রবেশের প্রচেষ্টা। এই সংক্রান্তে পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেসের নেতাকর্মীর হাতাহাতি এবং পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে মহানগরের খানাপাড়ার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

প্রসঙ্গত দুদিনের সফরে উজান অসমের চতিয়া, বিশ্বনাথ এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। স্থানীয় এলাকায় নানা সরকারি প্রকল্প উদ্বোধন, ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে মত বিনিময় করেছেন তিনি। এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য দলের প্রস্তুতি পূর্ণ গতিতে চলছে। নির্বাচনে বিজেপি মিত্র জোটের সাড়ে ১১ টি আসন কিভাবে ১২ টি করা যায় সেই প্রচেষ্টায় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তবে তাকে পরাজিত করার জন্য শুধুমাত্র রাহুল গান্ধী অসমে এলে হবে না। রাহুল গান্ধী ছাড়াও সোনিয়া গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকেও আসতে হবে। এমনকি প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তার পুত্রকেও নিয়ে আসতে পারেন। সেটা কেন বাদ পড়ে যাবে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন কংগ্রেস একদিকে আত্মসমর্পণ করে নিয়েছে। রাহুল গান্ধীর মাধ্যমে তাকে পরাজিত করা যাবে না বলে এক প্রকারে মেনে নিয়েছে কংগ্রেস। এবার দলটি প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে আনতে চাইছে। এরপর কংগ্রেস সোনিয়া গান্ধীকে নিয়ে আসবে। তাহলে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর পুত্রকেও নিয়ে আসুক অসমে। ভালো লাগবে কারণ প্রিয়াঙ্কা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী পুত্রকে তিনি দেখেননি বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি বলেন কংগ্রেস যা খুশি সেটা করুক। যেই ধরনের তালিকা প্রকাশ করার ইচ্ছা কংগ্রেস সেটা করতে পারে। কারণ বিজেপির সেদিকে কোনও ধরনের লক্ষণ এই বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

এদিকে কংগ্রেসের একাংশ নেতা বিজেপিতে যোগদান করার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন রবিবার কয়েকজন নেতা বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন সেটা সত্য। কিন্তু সেই তালিকা তার হাতে নেই। তবে এই যোগদানের পর আগামী ফেব্রুয়ারিতে এক বড় ধরনের যোগদান কার্যসূচি আয়োজন করা হবে। সেখানে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিজেপিতে যোগদান করানো হবে। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আইনজীবী ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় থাকা ব্যক্তিরা এবার বিজেপিতে যোগদান করবেন। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকা ব্যক্তিদের বিজেপিতে যোগদান করানোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বে তিনি রয়েছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন শুধুমাত্র অসম নয় পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার ইত্যাদি রাজ্যে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিজেপিতে যোগদান করানোর ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব রয়েছে। সেই হিসাবে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকা ব্যক্তিদের বিজেপিতে যোগদান করানো হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

গুয়াহাটি, ডিব্রুগড় এবং শোনিতপুর এই তিনটি কেন্দ্রে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা আম আদমি পার্টির

১৫ টি দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চের জন্য মাত্র তিনটি আসন ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসের ১১ আসনের জন্য প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার পর এই সিদ্ধান্ত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১৫ টি রাজনৈতিক দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন হয়েছিল। লোকসভা নির্বাচনের জন্য বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই কংগ্রেস নিজস্বভাবে ১১ আসনের জন্য প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা দলগুলোর জন্য তিনটি আসন ছেড়ে দিয়েছে। তবে কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পরেই গুয়াহাটি, ডিব্রুগড় এবং শোনিতপুর এই তিনটি কেন্দ্রে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা করেছে আম আদমি পার্টির অসম রাজ্য কমিটি। মূলত দলের রাজ্য কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কার্য নির্বাহক সভায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আম আদমি পার্টি। তবে সঙ্গে এটাও সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আসন ভাগাভাগীর ক্ষেত্রে ২৮ জানুয়ারি বিরোধী ঐক্য মঞ্চের সভাপতি তথা কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হবে আম আদমি পার্টির এক প্রতিনিধি দল। দলটির অসমের সভাপতি ভবেন চৌধুরীর নেতৃত্বে আম আদমি পার্টির একটি প্রতিনিধি দল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে বলে প্রচার মাধ্যমে প্রেস বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানানো হয়েছে।

টুকরো খবর

বিজেপি নেতা মধুসূদন গোরাই ২৫০ জন নারীপুরুষকে ধর্মীয় যাত্রায় নিয়ে যান

আলফার সঙ্গে স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি অসমের ক্ষেত্রে সুফল আনবে

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ ভারতীয় জনতা পার্টির সেরায়কেলাখারসাওয়ান জেলা মহামন্ত্রী মধুসূদন গোরাই ইচাগড় বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় ২৫০ জন পুরুষ ও মহিলাকে পুরিতে মহাপ্রভু জগন্নাথ, বড় ভাই বলভদ্র এবং বোন সুভদ্রার পূজা করতে নিয়ে যান। নিজের ব্যক্তিগত খরচে, বিজেপি নেতা পুরীর মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দির, আনন্দ বাজার, মাসি বাড়ি, সমুদ্র, চন্দ্রভাগা, কোনার্ক, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির সহ বহু পর্যটন স্থান ঘুরে ইচাগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন গ্রাম থেকে পুরুষ ও মহিলা নিয়ে যান। রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দ্বিতীয়বার জেলা পরিষদ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর তিনি প্রতি বছর গ্রামবাসীদের পুরীতে ভগবান জগন্নাথের দর্শন ও পূজা করাতে সংকল্প করছেন। এ বছরও তিনি বিভিন্ন গ্রামের ২২০ জন মহিলা ও ৩৫ জন পুরুষকে পুরীর দর্শন করতে নিয়ে যান।

চার দিনের তীর্থ যাত্রায় খুশি গ্রামবাসী

চারদিনের পুরী তীর্থ যাত্রায় গ্রামবাসীদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বইছে। এর মধ্যে সেসব লোকও রয়েছে যারা কোনো কারণে তীর্থযাত্রায় যেতে পারেন না। পুরী ভ্রমন থেকে ফিরে মানুষের মুখে খুশির ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। যাত্রা চলাকালে যাতায়াত, থাকার ব্যবস্থা, খাবার ও পানীয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছিলেন বিজেপি নেতা মধুসূদন গোরাই। ফিরে এসে গ্রামবাসীরা জানান, মহাপ্রভুর দর্শন ও পূজা তাদের কাছে স্বপ্নের মতো ছিল, যা সত্যি হয়েছে। সমুদ্রে স্নানের পাশাপাশি মহাপ্রভু জগন্নাথ এবং লিঙ্গরাজ মন্দির পরিদর্শন করা এবং কোনার্ক সহ অন্যান্য স্থানে স্মরণীয় ভ্রমণ তাদের জন্য অবিস্মরণীয়। লোকে বলে, জগন্নাথ পুরীর যাত্রা শুধু যাত্রা নয়, অনুভূতি। ভগবান জগন্নাথ, বড় ভাই বলভদ্র এবং বোন সুভদ্রা জগন্নাথ পুরিতে উপস্থিত। এটিই একমাত্র মন্দির যেখানে একটি ভাঙা অর্থাৎ অসম্পূর্ণ মূর্তি পূজা করা হয়।

দর্শন ও পূজা করা একটি সৌভাগ্যের বিষয়

বিজেপি নেতা মধুসূদন গোরাই জগন্নাথ পুরী পরিদর্শন করার সময় বলেছিলেন যে প্রত্যন্ত গ্রামীণ পুরুষ ও মহিলাদের সাথে মহাপ্রভুর দর্শন ও পূজা করা একটি সৌভাগ্যের বিষয়। বয়স্ক নরনারীর কাছ থেকে প্রাপ্ত আশীর্বাদ মনকে দেয় অপার শান্তি। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার বয়স্কদের জন্য বিনামূল্যে তীর্থযাত্রারও আয়োজন করে। তবে আমি নিজ খরচে প্রতি বছর গ্রামবাসীদের বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে ভগবানকে পূজা করানো হয়। তীর্থযাত্রা করতে অক্ষম, প্রবীণদের সাথে মহাপ্রভুর দর্শন একটি মনোরম অভিজ্ঞতা প্রদান করেছিল। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি। যতদিন সম্ভব তারা গ্রামবাসীদের বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান পরিদর্শনে নিয়ে যাবে। যদিও এটি ধর্মীয় অনুভূতিকে শক্তিশালী করবে, তার সঙ্গে এটি এলাকার মানুষের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখবে।

নিজেদের ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে রক্ষা করুন সবাই

পোটকা ঃ যে কোনো মানুষের গর্ব করার বস্তু হলো তার ভাষা,তার সংস্কৃতি ও তার ধর্ম।যদি কোনো মানুষ তার ভাষা কে ভুলে যায়, সংস্কৃতি কে ত্যাগ করে ও ধর্ম কে বর্জন করে তাহলে সে মানুষের পতন ও ধ্বংশ অনিবার্য্য।জীবনে তার আর গর্ব করার কিছু থাকে না।আজ ভারতীয় সমাজ পশ্চিমী ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে অনুকরন করে ধীরে ধীরে পতনের দিকে ও ধ্বংশের মুখে এগিয়ে চলেছে অথচ মজার বিষয় এই যে আমেরিকা,ইংল্যান্ড,রাশিয়া,অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের বহু নর নারীরা আমাদের দেশের ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে মহান বলে তা গ্রহণ করছে।আজ আমাদের প্রতিটি ধর্ম স্থানে বিদেশিদের ভিড় আর আমাদের দেশের নর নারীরা সনাতন সংস্কৃতি ,ধর্ম ও ভাষা ভুলে বিদেশী ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে গ্রহণ করছে।আমাদের দেশের মহান পরম্পরা ও ঐতিহ্য গুলো কে বর্জন করছে ও সে গুলো কে কুসংস্কার বলছে।অনুকরণে বাঙালী সমাজ সবার আগে।আজ খুবই দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি বাঙালী সমাজ সব থেকে বেশী অসভ্যতার পথে এগিয়ে চলেছে।নিজেদের ভাষা,সংস্কৃতি,পোশাক পরিচ্ছদ,খাওয়া দাওয়া,পরম্পরা কে বর্জন করে কাকের মত ময়ূর পালক গুঁজে ময়ূর হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।বাংলা ভাষা পৃথিবীর সবথেকে সহজ,সরল,সুন্দর ও উন্নত ভাষা অথচ বাঙালীর ছেলে মেয়েরা আজ বাংলা জানে না,বাংলায় কথা বলতে লজ্জা বোধ করে।শাড়ি ধুতি বাঙালীর প্রধান পোশাক তা আজ ছাড়তে বসেছে সবাই।বিবাহিতা বাঙালী নারীর আদর্শ শাঁখা,সিঁদুর,আলতা,শাড়ি সেগুলো কে পরাধীনতার চিন্হ বলে ত্যাগ করতে বসেছে।বাঙালী পরিবার আজ বিদেশী পরিবার দের মতো বিয়ে ও পার্টিতে সপরিবারে বসে মদ খায় ও অশ্লীল নাচ গান করে।আধুনিকতার দোহাই দিয়ে কোথায় চলেছে আজ বাঙালী সমাজ।একটু দাঁড়ান সবাই,একটু ভাবুন।পরের যা ভালো তা অবশ্যই গ্রহণ করুন তবে নিজেদের ভাষা,সংস্কৃতি,পরম্পরা ও ধর্ম কে বর্জন করে নয়।এখন ও সময় আছে ফিরে আসুন পথে।বাঙালী নুতন করে আবার বাঁচতে শিখুন।নিজেদের অস্তিত্ব কে রক্ষা করুন।

তুমি না জানালে পরে কে তোমারে জানতে পারে

পোটকা (সুনীল কুমার দে) ঃ আজকাল ধর্মের কথা ও ভগবানের কথা বললে অনেকের গায়ে ফোস্কা পড়ে ,অযথা তর্ক করে ।কেউ কেউ বলে আমি ধর্ম মানি না,ঈশ্বর মানি না ,আমি নাস্তিক ইত্যাদি।যেন কত বড় বীর পুরুষ ও যোদ্ধা। ধর্ম কে না মানলে ধর্মের কিছু ক্ষতি হয় না।ভগবান কে না মানলে ভগবানের ও কিছু যায় আসে না ।বরং ভগবান কে মানলে ভগবান চিন্তায় পড়েন।যে তাঁর কথা ভাবে ও তাঁকে চিন্তা করে ভগবানকে ও তাঁর কথা ভাবতে হয় ও তার ভালো মন্দ চিন্তা করতে হয় ।এটা সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম।ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুন কে বলেছেন, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজন আমার ভক্ত হয় আবার সেইরূপ কোটি কোটি ভক্তের মধ্যে একজন আমাকে জানতে পারে । তাই গানে আছে,,তুমি না জানালে পরে কে তোমারে জানতে পারে।বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত খোঁজে বেড়ায় অন্ধকারে। প্রভু যাকে কৃপা করেন সেই তাঁর ভক্ত হতে পারে, প্রভু যাকে ধরা দেন সেই তাঁকে ধরতে পারে।আমরা দেখেছি মহাপাপি ও দস্যু রত্নাকর কে তাঁর কৃপায় মহাকবি ও মহামুনি বাল্মীকি হতে।আমরা দেখেছি দস্যু আঙ্গুলিমাল কে তাঁর কৃপায় বৌদ্ধ ভিক্ষুক হতে।আমরা দেখেছি তাঁর কৃপায় জগাই মাধাই এর মত মাতাল লম্পট ও চরিত্রহীন মানুষদের হরিনাম করতে।আমরা দেখেছি তাঁর কৃপায় নাস্তিক, মাতাল,লম্পট ও চরিত্রহীন গিরিশ ঘোষ কে ভক্ত ভৈরব ও মহাকবি হতে।আমরা দেখেছি নাস্তিক ও যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ কে তাঁর কৃপায় স্বামী বিবেকানন্দ হতে।এ ধরণের হাজার টা উদাহরণ আছে প্রভুর কৃপায় নাস্তিক ব্যক্তিদের নাস্তিকতা চুর্ন হতে ও তাঁর চরণে স্মরণ নিতে আমরা দেখেছি।আমরা দেখেছি অনেককেই জীবনের অন্তিম সময়ে ধর্ম কে সাথী করতে ও মন্দিরে গিয়ে মাথা খুঁড়তে।ধর্ম ও ঈশ্বর ছাড়া শান্তি লাভের ও আনন্দ লাভের অন্য কোনো আর পথ নেই।মা সারদা দেবী বলেছেন,,, ঈশ্বরে বিশ্বাস হওয়া কি সোজা কথা বাবা।অবিশ্বাস তো জীবনে আসবেই।বিশ্বাস হলো শেষ কথা।বিশ্বাস হলো মানে সব কিছু হয়ে গেল।

যুক্তিবাদি, ঈশ্বর পিপাসু ও বিজ্ঞানে বিশ্বাসী নরেন্দ্র নাথ ঈশ্বরের সত্যতা প্রমান করার জন্য একদা সাধু,সন্ন্যাসী,ধর্ম্ম গুরু মৌলবী,পাদ্রী ও বহু জ্ঞানী,গুণী ব্যক্তিদের কাছে ছুটে বেড়িয়ে ছিলেন ও জিগ্যেস করেছিলেন,,ভগবান কি আছেন, যদি আছেন তবে তাঁকে কি দেখা যায়।নরেন্দ্র নাথের এই প্রশ্নের জবাব সেইদিন কেউ দিতে পারেন নি।অবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন জগতে ভগবান বলে কিছু নেই,সব কিছু মানুষের মনের ভ্রম।কিন্তু তাঁর এই মনের ভ্রম কাটানোর জন্য একদিন তাঁকে তাঁর এক বন্ধু দক্ষিণেশ্বরে পাঠান ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে।প্রথমে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কে একজন পাগল পূজারী ব্রাহ্মণ ও মূর্খ বলেই জানতেন কিন্তু যখন তিনি তাঁর কাছে এসে তাঁকে জিগ্যেস করেন,,আপনি কি ঈশ্বর কে দেখেছেন। ঠাকুর বিন্দু মাত্র দেরি না করে বলেন,,, হ্যাঁ দেখেছি।এই তোকে যেমন দেখছি তার থেকেও স্পষ্ট ভাবে দেখেছি। এই বলেই তিনি ক্ষান্ত হন নি।তিনি আরও বললেন, ,, আমি তার সাথে কথা বলি,আমি নিজের হাতে তাকে খাওয়াই।আর তুই যদি তাকে দেখতে চাস তাহলে তোকেও দেখাতে পারি।ঠাকুরের কথা শুনে যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ স্তব্দ হয়ে গেলেন।আজ পর্যন্ত এইভাবে এত জোর দিয়ে ঈশ্বর সম্মন্ধে কেউ তো কিছু বলতে পারেন নি।অবিশ্বাসী মন একটু থমকে দাঁড়ালো।আগ্রহ হলো জানতে তাঁকে কে এই লোকটি।আসা যাওয়া শুরু হলো।ঠাকুর ধীরে ধীরে নরেন কে হাতে নাতে সব কিছু দেখিয়ে দিলেন।নরেন্দ্রনাথ অবশেষে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেন।যে নরেন একদিন ঠাকুর কে খামখেয়ালি পাগল বলে উপহাস করেছিলেন তিনিই একদিন তাঁর কৃপায় বিশ্ব বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে বললেন,,ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার বরিষ্ঠায়। সারা পৃথিবী ঘুরে এলাম কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জুড়ি নেই।সেই নরেন্দ্র নাথ কে যাওয়ার আগে বলে দিয়ে গেলেন, যে রাম, সেই কৃষ্ণ,সেই ইদানিং এই শরীরে রামকৃষ্ণ।তাই শুরুতেই বলেছি ,,তুমি না জানালে পরে কে তোমারে জানতে পারে।বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত খোঁজে বেড়ায় অন্ধকারে।

নাটকীয় সমাপ্তির আরেক টেস্টে ভারতের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের জয়

হায়দরাবাদ ঃ ব্রিসবেন দেখেছে নাটকীয় সমাপ্তির এক টেস্ট ম্যাচ। যাতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮ রানে জিতে ক্রিকেটবিশ্বকে চমকে দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একই দিনে শুরু হওয়া আরেকটি টেস্ট ম্যাচও একই রকম রুদ্ধশ্বাস সমাপ্তি দেখল এর কয়েক ঘণ্টা পরই। হায়দরাবাদ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৯০ রানে পিছিয়ে থাকার পরও দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের এক গল্প লিখে ভারতকে ২৮ রানে হারিয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড।

দুই দলের প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ার পর এই টেস্টে একটি দলকেই সম্ভাব্য বিজয়ী বলে ধরে নিয়েছিলেন সবাই। ১৯০ রানে পিছিয়ে থাকার পর ইংল্যান্ড আর কীভাবে জেতে! দেশের মাটিতে প্রথম ইনিংসে ১৫০ রান বা এর বেশি রানে এগিয়ে থাকা টেস্টে যে এর আগে কখনোই হারেনি ভারত। সব মিলিয়েই তো হেরেছে মাত্র একবার।

কিন্তু খেলাটা যখন ক্রিকেট, বিশেষ করে টেস্ট ক্রিকেট সব সময় কি সেটি পরিসংখ্যানের আলোকে এগোবে! বিশেষ করে একটা দলের নাম যেখানে ইংল্যান্ড, টেস্ট ক্রিকেটের ব্যাকরণ যারা নতুন করে লিখছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ওলি পোপের ১৯৬ রানে ইংল্যান্ড অলআউট হয়ে যাওয়ার আগে করে ফেলেছে ৪২০ রান। জয়ের জন্য ভারতের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ২৩১ রান।

১১৯ রানে ৭ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর ইংল্যান্ডের জয় যখন শুধুই সময়ের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে, ভরত অশ্বিনের অষ্টম উইকেট জুটিতে জমে উঠেছিল ম্যাচ। ৫৭ রানের জুটিটি অবশ্য ভেঙে গেছে দিনের নির্ধারিত ওভার শেষ হওয়ার আগেই। প্রথমে আউট হলেন ভরত, এর পরপরই অশ্বিন। ৯ উইকেট পড়ে যাওয়ায় আম্পায়াররা আধঘণ্টা সময় বাড়িয়ে দেন। শেষ দুই ব্যাটসম্যান বুমরা ও সিরাজ মিলে সেটিও প্রায় পার করে দিচ্ছিলেন। কমিয়ে আনছিলেন জয়ের সঙ্গে দূরত্বও। কিন্তু দিনের শেষ ওভারে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে ডাউন দ্য উইকেটে খেলতে গিয়ে স্টাম্পড হয়ে গেলেন সিরাজ।

ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামা শামার জোসেফ ৭ উইকেট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়ের নায়ক, এখানেও ইংল্যান্ডের এক বোলারের ৭ উইকেট। ব্রিসবেনে সপ্তম উইকেট নিয়ে টেস্ট ম্যাচ শেষ করে দিয়েছেন জোসেফ, হায়দরাবাদে তা করেছেন অভিষিক্ত বাঁহাতি স্পিনার টম হার্টলি।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস যেন ভারতের অস্ত্রেই ভারতকে বধ করতে চেয়েছেন। প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নেওয়া পার্টটাইম স্পিনার জো রুটকে দিয়ে বোলিং উদ্বোধন করান তিনি। অন্য প্রান্তে ফাস্ট বোলার মার্ক উডকে বল দিলেও ১ ওভার পর তাঁকে সরিয়ে আনেন বাঁহাতি স্পিনার হার্টলিকে।

দুই প্রান্ত থেকে স্পিন আক্রমণের বিপক্ষে রোহিত শর্মা ইতিবাচক থাকলেও প্রথম ইনিংসের মতো ঝড় তুলতে পারেননি যশস্বী জয়সোয়াল। দলের ৪২ রানে আউট হয়ে ফেরেন প্রথম ইনিংসে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ৭৪ বলে ৮০ রান করা এই ওপেনার।

একই স্কোরে ফিরে যান শুবমান গিলও। অধিনায়ক রোহিত ৩৯ রান করে আউট হন দলের ৬৩ রানে। হার্টলিকে সামলাতে বাঁহাতি অক্ষর প্যাটেলকে ৫ নম্বরে পাঠিয়ে দেয় ভারত, তবে তাতে কাজ হয়নি। চা বিরতির ঠিক পরের ওভারেই আউট হয়ে যান অক্ষর। ভারতের প্রথম ৪টি উইকেটই নেন হার্টলি। পরের ২টি উইকেট রুট ও ও হাঁটুর চোটে ভোগা জ্যাক লিচের। আর রবীন্দ্র জাদেজা ফিরেছেন বেন স্টোকসের অবিশ্বাস্য ফিল্ডিংয়ে রানআউট হয়ে। মিড অনে বল পাঠিয়ে রান নিতে গিয়েছিলেন জাদেজা, উল্টো ঘুরে পড়ে যাওয়ার আগে সরাসরি থ্রোয়ে নন স্ট্রাইক প্রান্তের স্টাম্প ভাঙেন স্টোকস। ১১৯ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ফেলার পরই শিখর ভরত ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ওই প্রতিরোধ। এই জুটিও ভেঙেছেন হার্টলি। অসাধারণ এক ডেলিভারিতে তিনি ফেরান ৫৯ বলে ২৮ রান করা ভরতকে। ২৮ রান করে হার্টলির বলেই স্টাম্পড হয়ে ফেরেন অশ্বিনও।

শেষের নায়কও সেই টম হার্টলি। তবে ম্যাচটা তো ঘুরিয়ে দিয়েছেন আসলে ওলি পোপ। ইংল্যান্ডের শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হয়েছেন ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট দ্বিশতক থেকে মাত্র ৪ রান দূরে থাকতে। অথচ তাঁর দ্বিশতক পাওয়ার জন্য চোট নিয়েও লিচ মাঠে নেমেছিলেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। রিভার্স স্কুপ খেলতে গিয়ে যশপ্রীত বুমরার বলে বোল্ড হয়ে যাওয়ার সময় ভারতীয় খেলোয়াড়েরাও পোপকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারেননি। ভারতের মাটিতে কোনো সফরকারী ব্যাটসম্যানের অন্যতম সেরা ইনিংসের পর তা পারাও যায় না।

রিভার্স স্কুপ করতে গিয়ে দ্বিশতক মিস করলে যেকোনো ব্যাটসম্যানেরই আক্ষেপ হওয়ার কথা। যদিও পোপকে দেখে তা বোঝার উপায় ছিল না। এই ইংল্যান্ড দলের দর্শনটাই যে অন্য রকম। যে কারণে বড় একটা মাইলফলকের সামনে থেকেও অমন একটা শট খেলা যায়! যে শট আসলে ইনিংসজুড়েই খেলেছেন পোপ। ভারতীয় স্পিনারদের লেংথও এলোমেলো হয়ে গেছে এতেই। পোপের ১৯৬ ভারতের মাটিতে দ্বিতীয় ইনিংসে সফরকারী কোনো ব্যাটসম্যানের চতুর্থ সর্বোচ্চ স্কোর। গত ১৪ বছরে সর্বোচ্চ। সর্বশেষ ২০১০ সালে যা করেছিলেন ইংল্যান্ডের এই দলের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। সেই ২২৫-ও ছিল এই হায়দরাবাদেই।

বোলিংবীরত্বের আগে ব্যাটিংয়েও অবদান রেখেছেন হার্টলি। করেছেন ৩৪ রান। রানের চেয়ে বড় অবশ্য ৮০ রানে অষ্টম উইকেট জুটিতে পোপকে সঙ্গ দেওয়া।

হেডের গোল্ডেন ডাকের হ্যাটট্রিক!

পর্থ ঃ শামার জোসেফ অস্ট্রেলিয়ার রাতটা দুঃস্বপ্নের করে তুলেছেন জশ হ্যাজলউডকে বোল্ড করে। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় দুই দিকে দুলতে থাকা ম্যাচে হ্যাজলউডের আউটেই নিশ্চিত হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে অস্ট্রেলিয়ার ৮ রানের হার। তবে ট্রাভিস হেডকে শামার দুঃস্বপ্ন 'উপহার' দিয়ে যান আরও আগেই। ৫ নম্বরে ব্যাট করতে নামা হেড প্রথম বলেই শামারের দুর্দান্ত এক ইয়র্কারের সামনে পড়েন। ঘণ্টায় ১৪১ কিলোমিটার গতির যে ইয়র্কার সামলাতে না পারায় শূন্য রানেই ফিরতে হয় স্বপ্নের মতো এক বছর কাটিয়ে আসা হেডকে। আজ গ্যাবায় হেডের প্রথম বলে আউটটি ছিল এই মাঠে তাঁর টানা তৃতীয়। এই টেস্টের প্রথম ইনিংসে নিজের প্রথম বলে কেমার রোচের বলে ক্যাচ দিয়েছিলেন উইকেটের পেছনে। এর আগে ব্রিসবেনে খেলা সর্বশেষ টেস্ট খেলেছিলেন ২০২২ সালের ডিসেম্বরে। ১৭ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথম বলে আউট হয়েছিলেন কাগিসো রাবাদার বলে। অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে টানা দুই ইনিংসে প্রথম বলে আউট হওয়া তৃতীয় ব্যাটসম্যান হেড। 'কিং পেয়ার' নামে পরিচিত এই বিব্রতকর রেকর্ডে প্রথমবার নাম লিখিয়েছিলেন অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, ২০০১ সালে ভারতের বিপক্ষে কলকাতায়। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি রায়ান হ্যারিসের, ২০১০ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অ্যাডিলেডে। টেস্ট ইতিহাসে দুই ইনিংসেই প্রথম বলে আউট হওয়া ব্যাটসম্যানদের মধ্যে হেড ২৪তম। আর দুই ইনিংসে শূন্য রানে আউট হওয়াদের মধ্যে ৩১তম। তবে একই মাঠে টানা তিনটি ইনিংসে শূন্য রানে কেউ আউট হয়েছেন কি না, সে এক গবেষণার ব্যাপার!

অথচ গোল্ডেন ডাকের হ্যাটট্রিকের আগে এই ব্রিসবেনেই কী ধারাবাহিকই না ছিলেন হেড। এখন পর্যন্ত টেস্টে সাতবার ব্যাট করেছেন এখানে। প্রথম চার ইনিংসের একটিতে দেড় শ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২০২১ সালে ১৫২), দুটিতে শতকের সম্ভাবনা জাগানো অর্ধশতক (৯২ ও ৮৪) আছে। আর রানপ্রসবা গ্যাবাই কিনা হেডের জন্য এখন দুঃস্বপ্ন! সেটাও কখন? গত আট মাসের মধ্যে যিনি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও বিশ্বকাপ ফাইনালে সেঞ্চুরি করেছেন।

প্রত্যাবর্তনের মহাকাব্য লিখে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের নতুন রাজা ইয়ানিক সিনার

পর্থ ঃ দশম গেমে দানিল মেদভেদেভের সার্ভিস ব্রেক করে চতুর্থ সেটটা জিতে ইয়ানিক সিনার ম্যাচটাকে নিয়ে গেলেন পঞ্চম সেটে। আর তাতেই উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করল দুদিন আর দুবছর আগের দুটি ম্যাচের স্মৃতি। আজকের মতো সেই ম্যাচ দুটিও হয়েছিল রড লেভার অ্যারেনায়। যার প্রথমটি হয়ে আছে দানিল মেদভেদেভের জন্য অনন্তকাল আক্ষেপ করার গল্প। ২০২২ সালের ফাইনালটিতে প্রথম দুই সেট জিতেও শেষ পর্যন্ত রাফায়েল নাদালকে রেকর্ড গড়া ২১তম গ্র্যান্ড স্লাম উপহার দিয়েছিলেন মেদভেদেভ। তবে দুদিন আগের টাটকা স্মৃতিটা অনন্ত অনুপ্রেরণা হতে পারত রুশ তারকার জন্য। প্রথম দুই সেট হেরেও যে প্রত্যাবর্তনের মহাকাব্য লিখে আলেককান্দার জভেরেভকে হারিয়েছিলেন মেদভেদেভ। অনুপ্রেরণা নয়, আজ সেই রড লেভার অ্যারেনাতে আক্ষেপের গল্পটাই ফিরে এল মেদভেদেভের কাছে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আরেকটি ফাইনালে যে প্রথম দুই সেট জিতেও ইয়ানিক সিনারের হাতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ট্রফিটা তুলে দিলেন তৃতীয়বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে ওঠা মেদভেদেভ। পাঁচ সেটের ম্যারাথন লড়াই শেষে ইতালির সিনার জিতেছেন ৩৬, ৩৬, ৬৪, ৬৪, ৬৩ গেমে। ক্যারিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম একক জিতে ছেলেদের গ্র্যান্ড স্লামে ইতালিয়ানদের ৪৮ বছরের শিরোপা খরা ঘোচালেন সিনার।

বাইপোলার ডিসঅর্ডার হলে বুঝবেন কীভাবে, সেরে উঠতে যা করণীয়

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ এমন কিছু মানুষ আছেন যারা এক সময় মানসিকভাবে ভীষণ উৎফুল্ল থাকেন আবার কয়েক দিন পরেই হতাশায় ডুবে যান। দু'টি অনুভূতির তীব্রতাই অনেক বেশি থাকে। যারা এ ধরণের চরম মেজাজ পরিবর্তনে ভুগছেন তাদের জানা জরুরি এটি বাইপোলার ডিসঅর্ডারের প্রভাবে কিনা।

'বাইপোলার ডিসঅর্ডার' এমন এক ধরণের তীব্র মানসিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি যা আপনার মুড বা মেজাজকে প্রভাবিত করে। এটি 'ম্যানিক ডিপ্রেশন' নামেও পরিচিত।

সাধারণত আপনি যদি হঠাৎ খুব আনন্দিত অনুভব করেন, অতিরিক্ত অ্যাকটিভ বা সক্রিয় হয়ে যান, মন অস্থির থাকে এবং তারপর হঠাৎ আপনার এনার্জি অনেক কমে যায়, প্রচণ্ড বিষণ্ণ বোধ করেন তাহলে আপনার বাইপোলার ডিসঅর্ডার থাকতে পারে।

মেজাজের এই চরম উত্থান পতনের অনুভূতি কয়েক দিন এমনকি কয়েক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। এই একেক ধরণের মেজাজের সময়কালকে 'মুড এপিসোড' বলা হয়।

মন চরম উৎফুল্ল বা অতিরিক্ত অ্যাকটিভ থাকার এপিসোডকে বলা হয় 'ম্যানিয়া' এবং বিষণ্ণ ও অলস থাকার এপিসোডকে বলে 'ডিপ্রেশন'। বাইপোলার ডিসঅর্ডারে আক্রান্তরা কিছু সময় স্বাভাবিকও থাকতে পারেন। আক্রান্তদের অনুভূতিগুলো এতো তীব্র থাকে যে এতে তার প্রতিদিনের রুটিন, সামাজিক যোগাযোগ, প্রিয়জনের সাথে সম্পর্ক, অফিস, পড়াশোনা বা যেকোনও কাজের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এতে আত্মহত্যার ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

অনেকে প্রথম দিকে ডিপ্রেশন এপিসোডে থাকতে পারেন তারপর আসতে পারে ম্যানিয়া এপিসোড। এই এপিসোডের পরিবর্তন যখন তখন হতে পারে। আবার অনেকের দু'টো এপিসোড একসাথে দেখা দিতে পারে।

তবে আগেই জানিয়ে রাখি, এসব লক্ষণ থাকা মানেই যে আপনি বাইপোলার ডিসঅর্ডারে ভুগছেন সেটা বলা যাবে না। এটি শুধুমাত্র একজন মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বলতে পারবেন।

ডিপ্রেশন

ম্যানিয়া পর্বের আগে আপনার ক্লিনিকাল ডিপ্রেশন বা বিষণ্ণতা এপিসোড দেখা দিতে পারে।

এই এপিসোডে নিজেকে একদম মূল্যহীন মনে হতে পারে যার প্রভাবে অনেকে আত্মহত্যার চিন্তাও করেন।

এই এপিসোডের সাধারণ লক্ষণগুলো হল ঃ

চরম দুঃখবোধ, আশাহীনতা বা মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়

এনার্জির অভাব

মনোযোগ দিতে এবং মনে রাখতে সমস্যা

প্রতিদিনের সাধারণ কাজকর্ম করতে ইচ্ছা করে না, যেমন দাঁত ব্রাশ করা, চুল আঁচড়ানো, বিছানা ঠিক করা

ভীষণ শূন্যতা বোধ হয়, নিজেকে মূল্যহীন লাগে, নিজের দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ জাগে

অপরাধবোধ ও হতাশা ভর করে

আত্মহত্যার চিন্তা ঘুরপাক খায়

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন বাইপোলার ডিসঅর্ডারে আক্রান্তদের আত্মহত্যার ঝুঁকি সাধারণ মানুষের তুলনায় ১৫ থেকে ২০ গুণ বেশি থাকে এবং এদের অর্ধেকের বেশি মানুষ অন্তত একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

ম্যানিয়া

ম্যানিয়া পর্যায়ে, আপনি খুব উচ্ছ্বসিত বা অনেক আনন্দে থাকেন, আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে যায়, প্রচুর এনার্জি পান, বড় বড় পরিকল্পনা করেন।

কিন্তু এই ভালো বোধের তীব্রতা এতোই বেশি যে অনেক সময় ব্যক্তি তার সাধ্যের বাইরে কেনাকাটা করেন, প্রচুর খরচ করেন। যেটা হয়তো স্বাভাবিক সময়ে তিনি ভাবতেও পারেন না।

এ সময় তারা দ্রুত কথা বলেন, খেতে বা ঘুমাতে ভালো লাগে না, অল্পেই বিরক্ত হয়ে যান।

অনেকের আবার সাইকোসিসের লক্ষণও দেখা দেয়, যেমন আপনি এমন কিছু দেখতে বা শুনতে পান যা বাস্তবে নেই।

ম্যানিয়ার লক্ষণগুলো হল ঃ

খুব উচ্ছ্বসিত, আত্মবিশ্বাসী ও অস্থির

এনার্জি বেড়ে যাওয়া, উচ্চাভিলাষী ও সৃজনশীল পরিকল্পনা

অপ্রয়োজনে প্রচুর অর্থ ব্যয়

খেতে বা ঘুমাতে ভালো লাগে না

খুব দ্রুত কথা বলা

সহজেই বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে যাওয়া

নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা

সহজেই বিভ্রান্ত হওয়া

হ্যালুসিনেশন, অযৌক্তিক চিন্তাভাবনা করা

কারও মধ্যে যদি দু'টি এপিসোড একসাথে কাজ করে তাহলে তারা একদিকে যেমন বিষণ্ণ থাকেন, অন্যদিকে কাজে ভীষণ অ্যাকটিভ থাকতে দেখা যায়।

সাধারণত ম্যানিয়ার এপিসোডের চাইতে বিষণ্ণতার এপিসোড বেশি সময় ধরে থাকে। যেমন ম্যানিয়া যদি তিন থেকে ছয় মাস থাকে তাহলে বিষণ্ণতা থাকতে পারে ছয় থেকে ১২ মাস।

বাইপোলার ডিসঅর্ডার হওয়ার কারণ কী?

বাইপোলার ডিসঅর্ডার হওয়ার সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনেক শারীরিক ও মানসিক চাপের মধ্যে থাকলে যেমন ঃ কর্মক্ষেত্রে নানা চাপ, সম্পর্কে টানাপোড়েন বা ভাঙ্গন, সেইসাথে ব্যক্তি বা সামাজিক জীবনে অনেক সমস্যা যেমন ঃ অভাব, শারীরিক, যৌন বা মানসিক নির্যাতন, সেইসাথে জীবনের মোড় ঘোরানো পরিবর্তন এলে যেমন পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য বা প্রিয়জনের মৃত্যুর কারণে বাইপোলারে ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

এছাড়া জেনেটিক্সে অর্থাৎ পরিবারে কারও বাইপোলার ডিসঅর্ডার থাকলে সেটা পরবর্তী প্রজন্মে বর্তানোর আশঙ্কা বাড়ে।

অনিয়মিত জীবনযাপন যেমন খাওয়া দাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ না থাকা, অপর্যাপ্ত ঘুম, মদ ও ধূমপানের অভ্যাস ইত্যাদি বাইপোলার ডিসঅর্ডার হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়।

মস্তিষ্কের যে কেমিকেল বা রাসায়নিক মস্তিষ্কের কাজ নিয়ন্ত্রণের করে, সেগুলো হল নরড্রেনালিন, সেরোটোনিন ও ডোপামিন যাদের নিউরোট্রান্সমিটারও বলা হয়। যদি এক বা একাধিক কেমিকেল বা নিউরোট্রান্সমিটারের মাত্রায় ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়, তবে একজন ব্যক্তি বাইপোলার ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত বলে ধরা যেতে পারে।

যেমন ঃ নরড্রেনালিনের মাত্রা খুব বেশি হলে ম্যানিয়ার এপিসোড বাড়ে এবং এটির মাত্রা খুব কম হওয়ার ফলে বিষণ্ণতার এপিসোড দেখা দিতে পারে।

এছাড়া অন্যান্য মানসিক রোগ থাকলে যেমন ঃ মনোযোগে ঘাটতি, অতিরিক্ত উদ্বেগ, হাইপারঅ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার বা এডিএইচডি থাকলেও তাদের বাইপোলার ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

গবেষণা অনুযায়ী, প্রতি ১০০ জনের মধ্যে একজন তাদের জীবনের কোনো না কোনো সময়ে বাইপোলার ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত হয়েছেন।

বাইপোলার ডিসঅর্ডার যেকোনো বয়সে হতে পারে, এরমধ্যে ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যে দেখা দেয়ার আশঙ্কা বেশি। তবে ৪০ এর পরে এতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলক কম।

পুরুষ ও নারীদের বাইপোলার ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও সমান।

সেরে উঠবেন কীভাবে?

আপনার বাইপোলার ডিসঅর্ডার আছে কিনা তা একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ভালো বলতে পারবেন। এজন্য তারা আপনাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন, যেমন ঃ আপনার মানসিক এপিসোডগুলো কতোটা তীব্র হয়, আত্মহত্যার চিন্তা আসে কিনা, পরিবারে কারও এমন সমস্যা আছে কিনা। এরপর বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষাও দিতে পারেন। আপনার সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেই তারা সিদ্ধান্ত নেবে আপনার চিকিৎসা প্রয়োজন কিনা।

তবে চিকিৎসক যদি জানান আপনার বাইপোলার ডিসঅর্ডার আছে, তাহলে আপনার উচিৎ হবে তার পরামর্শ মতো নিয়মিত চিকিৎসা নেয়া।

এতে একজন ব্যক্তি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন।

চিকিৎসকরা ম্যানিয়া ও ডিপ্রেশন এপিসোডগুলো প্রতিরোধ করতে মেজাজ শিথিল করা ওষুধ দিয়ে থাকেন যা দীর্ঘমেয়াদে প্রতিদিন খেতে হয়।

সেইসাথে কগনিটিভ বিহেভিয়েরাল থেরাপি ও পারিবারিক সম্পর্ক ভালো করার থেরাপির মাধ্যমে বিষণ্ণতা মোকাবেলা করতে বলা হয়।

এসব থেরাপি ছয় মাস থেকে ১২ মাস ধরে নিতে হতে পারে।

এছাড়া নিয়মিত ব্যায়াম করা, নিজের পছন্দের কাজ করা, সুষম খাবার খাওয়া, ওজন নিয়ন্ত্রণ ও পর্যাপ্ত ঘুম বাইপোলার ডিসঅর্ডারের লক্ষণগুলি কমাতে সাহায্য করতে পারে। এজন্য চিকিৎসকরা একটি রুটিন দিয়ে থাকেন।

সেইসাথে কাজের অতিরিক্ত চাপ কমানোও জরুরি।

আবার অনেকে এসব এপিসোডের কষ্ট কমানোর জন্য মদ, ধূমপান ও মাদক নিয়ে থাকেন। এতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়।

এক কথায়, ওষুধ, থেরাপি ও জীবন যাত্রায় পরিবর্তন আনার মাধ্যমে এর চিকিৎসা চলে।

সাধারণত লক্ষণ গুরুতর না হলে, অর্থাৎ নিজের বা অন্যের ক্ষতি করার আশঙ্কা না থাকলে হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা নেয়ার প্রয়োজন হয় না।

বাইপোলার ডিসঅর্ডার, গর্ভাবস্থায় আরো খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। আবার গর্ভাবস্থায় ও দুধ খাওয়ানো মায়েদের বাইপোলার ওষুধ গ্রহণের ঝুঁকিও থাকতে পারে। এক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

চিকিৎসকের সাথে আলোচনা না করে ওষুধ বন্ধ বা ওষুধ চালিয়ে যাওয়ার মতো সিদ্ধান্ত নেবেন না।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য আপনি যদি বাইপোলার ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত হন, তাহলে বিষয়টি চেপে না রেখে পরিবার ও বন্ধুদের সাথে কথা বলুন, তাদের সাহায্য নিন। কারণ আপনার তাদের যত্নেরও প্রয়োজন আছে।

টুকরো খবর

'ভারতচীনের সার্টিফিকেট নিয়েও সাত পার্সেন্ট ভোট পায়নি আওয়ামী লীগ'

ঢাকা ঃ তিন মাস পর হাতে কালো পতাকা নিয়ে আবারো রাস্তায়ে নেমেছে বাংলাদেশের সরকার বিরোধী প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি। এই কর্মসূচি থেকেই সংসদ বাতিলের দাবিতে ৩০ জানুয়ারি আবারো কর্মসূচি ঘোষণা করে নির্বাচন বর্জন করা এই দলটি। বিএনপির এই কর্মসূচির প্রতিবাদে আগের মতোই পাল্টা শান্তি সমাবেশে করেছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ। এসময় ৩০ জানুয়ারি বিএনপির কালো পতাকা মিছিলের বিরুদ্ধে লাল সবুজ পতাকা নিয়ে পাল্টা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ক্ষমতাসীন দলটি। শনিবার দুপুরে নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে কর্মসূচি শুরুর আগে বক্তব্য দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা। যেখানে তারা দাবি করেন, ভারত চীনের সার্টিফিকেট নিয়েও সাত পার্সেন্ট ভোট পায়নি আওয়ামী লীগ। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভাপতি গয়েশ্বর চন্দ্র রায় এসময় বলেন, এই নির্বাচনে মাত্র সাত শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছে। বাংলাদেশের বাকি ৯৩ ভাগ মানুষ বিএনপির পক্ষে। সেটি এই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে'। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার পদত্যাগ না করা পর্যন্ত কর্মসূচি পালন করে যাওয়ার ঘোষণা দেয়া হয় বিএনপির এই কর্মসূচি থেকে। আর এর জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপির আন্দোলন মানুষ মানে না। ৪১ দশমিক আট পার্সেন্ট ভোটারের ভোটে শেখ হাসিনার সরকার নির্বাচিত হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, দলীয় চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াসহ কারাবন্দী নেতাকর্মীদের মুক্তি, সংসদ বাতিলের দাবিতে এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় গত সপ্তাহে। বিএনপির ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ একসাথে এই কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচি উপলক্ষে নয়াপল্টনের দলীয় কার্যালয়ের সামনে মঞ্চ তৈরি করা হয়। এতে অংশ নিতে সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকাসহ আশপাশের জেলাগুলো থেকে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা আসতে শুরু করেন নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, প্রায় সবার হাতেই ছিল কালো পতাকা। কেউ কেউ দলের চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াসহ কারাবন্দীদের মুক্তির দাবি জানিয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে অংশ নেন সমাবেশে। দুপুর দুইটায় কর্মসূচির সময় থাকলেও বেলা ১২টা থেকেই প্রধান কার্যালয়ের সামনে মিছিল নিয়ে অনেকেই জড়ো হতে থাকেন। স্লোগান দেন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন বাতিল ও কেন্দ্রীয় নেতাদের মুক্তির দাবি জানিয়ে। দুপুর দুইটার পরপরই কাকরাইলের নাইটেঙ্গেল মোড় থেকে ফকিরাপুল এলাকা পর্যন্ত রাস্তার এক পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। নির্বাচনের আগে গত বছর অক্টোবর পর্যন্ত কর্মসূচিগুলোতে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপস্থিতি যেমন ছিল, তিন মাস পর এই কর্মসূচিতে সেই তুলনায় নেতাকর্মীদের সংখ্যা ছিল কম। ২৮ অক্টোবরের সেই কর্মসূচির পর গ্রেফতার হয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ বেশ ক'জন কেন্দ্রীয় নেতা। দলীয় কার্যালয়ের সামনে ট্রাকের ওপর যে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে সেখানে কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকেই ছিলেন অনুপস্থিত। দুপুর দুইটায় মোনাজাতের মাধ্যমে শুরু হয় কর্মসূচি। পরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে কালো পতাকা মিছিল করে বিএনপি। মিছিলটি নাইটেঙ্গেল মোড় হয়ে ফকিরাপুল আরামবাগ মোড় ঘুরে নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। বিএনপিকর্মী বশিরুল আলম টিটু এসেছিলেন এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে। তিনি বলেন, মামলা হামলা নির্যাতনের পরও বিএনপি নেতাকর্মীদের আন্দোলনের মাঠ থেকে এক বিন্দুও সরাতে পারেনি আওয়ামী লীগ। বরং বিএনপির নির্বাচন বর্জনের ঘোষণায় সাধারণ মানুষ সাড়া দিয়েছে, এটাই বিএনপির আন্দোলনের সফলতা। বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন বিবিসি বাংলাকে বলেন, বিএনপি কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। ভয়ভীতির পর এতো মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করে বিএনপি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েনি। নেতাকর্মীদের এই মনোবল আন্দোলনকে বেগবান করবে। এই আন্দোলনে হঠাৎ করেই সরকারের পতন ঘটবে, এমন আশাবাদের কথা জানান মি. খোকন। ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা অংশ নেন কালো পতাকা হাতে। পুনরায় নির্বাচনের দাবিতে অনেককেই স্লোগান দিতে দেখা যায়। স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক জাকির হোসাইন বিবিসি বাংলাকে বলেন, কেন্দ্রীয় নেতাকর্মীদের মুক্তি এবং সরকারের পদত্যাগের একদফা দাবিতেই আমরা অনড় আছি। সেই দাবিকে সামনে নিয়েই আমরা কালো পতাকা মিছিল করছি। তৃণমূল থেকে শুরু করে কেন্দ্র পর্যন্ত নেতাকর্মীরা জেল, জুলুম ও নির্যাতন শিকার হচ্ছে। তাদের জেল থেকে বের করে আনার চেষ্টা করছি। তাদেরকে বের করে আনার মধ্য দিয়ে নেতাকর্মীদের নতুন করে আশার সঞ্চার হবে। বিবিসিকে বলছিলেন মি. হোসাইন। সরকারের পদত্যাগ, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিসহ নানা ইস্যুতে বক্তব্য দেন বিএনপি নেতাকর্মীরা। সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে নতুন আন্দোলন কর্মসূচিও ঘোষণা করে দলটি। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান বলেন, তারা প্রতিহিংসার রাজনীতি সৃষ্টি করেছে, দেশকে বিভাজন করেছে। আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে দেশের গণতন্ত্র ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবো। সরকারের বিদায় ঘণ্টা বাজাতে মাঠে নেমেছে বিএনপি। মি. খান বলেন, দেশের সাধারণ মানুষ এই সরকারকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা গায়ের জোরে, পুলিশ দিয়ে, রাষ্ট্রীয় শক্তি দিয়ে যে নির্বাচন করেছে জনগণ তা চায়নি। এজন্য সাধারণ মানুষ নির্বাচন বর্জন করেছে। ক্ষমতার জন্য বিএনপি রাজনীতি করে না দাবি করে দলটির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, বিএনপি একদলীয় শাসনের পরিবর্তন চায় একটিমাত্র কারণে, বাংলাদেশের মানুষ কখনো একদলীয় শাসন বরদাস্ত করেনি, করবেও না। বিএনপির এই কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতা এখন প্রায় বিপন্ন। কয়েকটি দেশের সার্টিফিকেট নিয়ে নির্বাচন বৈধতা নেয়ার সুযোগ নেই। এটি জনগণের নয়, চীন ভারত আর রাশিয়ার সরকার হচ্ছে আওয়ামী লীগ। গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, সংবিধান রক্ষার নয়, লুটপাট, দুর্নীতি আর পাচারের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সাতই জানুয়ারি একতরফা নির্বাচন করেছে আওয়ামী লীগ। বিএনপির নেতৃত্ব নিয়ে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যের জবাব দিতে দেখা গেছে দলটির নেতাদের। বিএনপিকে ভয় দেখানোর কিছু নাই। পুলিশি পাহারা ছাড়া বের হতে পারে না আওয়ামী লীগ। মামলা দিয়ে কোনো লাভ হবে না, বলেন মি. রায়। গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, বর্তমান সরকার জনগণের নয়, চীন রাশিয়া ভারতের সরকার। তাই এই সরকারকে মানতে বাধ্য নয় জনগণ। পরিস্কার কথা, দেশের সমস্যা দেশের মানুষই সমাধান করবে। বাংলাদেশের মানুষ যদি স্বীকৃতি না দেয় তবে বিদেশিদের সার্টিফিকেটে লাভ হবে না বলেও মন্তব্য করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য। এতে ঢাকা মহানগর, কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা ও অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারাও বক্তব্য দেন। যেখানে তারা নির্বাচন বাতিল করে নতুন ভোটের দাবি জানান। এছাড়াও দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীসহ আটক নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবি জানানো হয়। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল ও পুনরায় নির্বাচনের দাবিতে আগামী ৩০ জানুয়ারি মঙ্গলবার সারাদেশের মহানগর, থানা, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও পৌরসভায় আবারো কালো পতাকা মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। বিএনপির এর আগের কর্মসূচি ঘিরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যে তৎপরতা ও প্রস্তুতি দেখা যেতে এবার তার খুব একটা চোখে পড়েনি। নাইটেঙ্গেল মোড় ও ফকিরাপুল মোড়ের দুই পাশে নিরাপত্তার দায়িত্বে পুলিশ সদস্যদের দেখা গেছে। এছাড়া নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ঠিক উল্টো পাশে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করতে দেখা যায় পুলিশ সদস্যদের। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় র‍্যাব কিংবা অন্য কোনো বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতি, কিংবা কঠোর কোনো নিরাপত্তা বলয়ও ছিল না এই কর্মসূচি ঘিরে। একই দিন যুগপৎ ভাবে কর্মসূচি পালন করে সমমনা কয়েকটি দল। বেলা এগারোটায় বিজয়নগর পানির ট্যাংকের সামনে থেকে মিছিল করে এলডিপি। সাড়ে ১২টায় একই জায়গায় মিছিল করে ১২ দলীয় জোট। বেলা একটায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে মিছিল করে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট। অন্যদিকে বেলা সাড়ে ৩ টায় মতিঝিল নটরডেম কলেজের উল্টো দিক থেকে মিছিলে অংশ নেয় গণফোরাম ও পিপলস পার্টি। গত প্রায় এক বছর ধরে বিএনপি আন্দোলনের যে সব কর্মসূচি পালন করেছে তার বিপরীতে একই দিন একই সময় নানা কর্মসূচি দিয়ে মাঠে ছিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। ২৮ অক্টোবরের তিন মাস পর শনিবার বিএনপি কালো পতাকা নিয়ে মিছিল কর্মসূচি ঘোষণা করলে এর বিরুদ্ধে পাল্টা শান্তি সমাবেশ ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ। ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ এই কর্মসূচির ঘোষণা করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দুপুরের পর থেকেই আসতে শুরু করেন নেতাকর্মীরা। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এ সময় বিএনপি নেতাদের বক্তব্যের জবাব দেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, ভারত চীন ও রাশিয়া আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসায়নি। তারা কেবল বন্ধু রাষ্ট্র। জনগণের ভোটে ক্ষমতায় এসেছে আওয়ামী লীগ। এসময় মি. কাদের বলেন, বিদেশিদের ভয় দেখায়। ৪১ দশমিক ৮ পার্সেন্ট ভোটারের ভোটে শেখ হাসিনা সরকার নির্বাচিত হয়েছে। এটা জনগণের সরকার। কোনও বিদেশিদের সরকার নয়। বিএনপির কর্মসূচির সমালোচনা করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, তারা কালো পতাকা মিছিল করে। কালো পতাকা মানে কী, শোকের মিছিল। কালো পতাকা ভুয়া। বিএনপির নেতাকর্মীরা হতাশ। তারা আর তারেকের ফরমায়েশি কথায় কান দেয় না। খেলা একটা হয়ে গেছে, নির্বাচনের খেলা শেষ। এখন খেলা হবে রাজনীতির। দ্রব্যমূল্য শিগগিরই নিয়ন্ত্রণে আসবে বলেও প্রত্যাশার কথা জানান মি. কাদের। আগামী ৩০ জানুয়ারি সংসদের প্রথম অধিবেশনের দিন বিএনপির কর্মসূচির বিপরীতে একই সময় পাল্টা কর্মসূচি ঘোষণা করে ক্ষমতাসীন দলটির সাধারণ সম্পাদক।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
সোমবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
29:01:2024

'সরকার মামলা করেনি বলে যে বক্তব্য দিচ্ছে, তা সত্য নয়' বললেন অধ্যাপক ইউনূস

ঢাকা : সরকার অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা করেনি বলে যে বক্তব্য দিচ্ছে, তা সত্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন নোবেল বিজয়ী এই অর্থনীতিবিদ। রোববার সকালে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের করা মামলায় আপিল এবং জামিনের জন্য আদালতে যান অধ্যাপক ইউনূস। সেখানেই সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি। তার আগে শ্রম আপিল ট্রাইবুনাল মামলার রায় চ্যালেঞ্জ করে অধ্যাপক ইউনূসসহ চার জনের আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করে এবং শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত চার জনকে স্থায়ী জামিন দেয়। একই সঙ্গে আগামী তেসরা মার্চ আপিল বিষয়ে পরবর্তী শুনানির তারিখ ধার্য করে আদালত। এর আগে পহেলা জানুয়ারি অধ্যাপক ইউনূসসহ চারজন আসামিকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি ধারায় ছয় মাসের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা করে সাজা দেয় আদালত। আরেক ধারায় ২৫ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। এছাড়াও শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ী করা, ছুটি সংক্রান্ত সব বিষয় পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে সমাধান করতে নির্দেশ দেয় শ্রম আদালত।

উত্তর কোরিয়ার ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ, কিম জং আন কি যুদ্ধ চান?

সউলঃ উত্তর কোরিয়া তাদের পূর্ব উপকূলের দিকে অনেকগুলো ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে বলে জানাচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী। গত কয়েক মাস ধরে পারমাণবিক শক্তিধর এই সমাজতান্ত্রিক দেশটি টানা ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করে যাচ্ছে, যা এই অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়িয়ে দিচ্ছে। রোববার মিসাইল নিক্ষেপ করা হয় সিনপো বন্দরের কাছে। তবে সেগুলো ঠিক কতগুলো এবং কী ধরনের মিসাইল তা এখনও পরিষ্কার নয়। এর আগে বুধবার উত্তর কোরিয়া পুলওয়াসাল-৩-৩১ নামের একটি নতুন কৌশলগত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে বলে জানায় দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়োনহাপ নিউজ এজেন্সি। নতুন নিক্ষেপ যেটা স্থানীয় সময় রোববার সকাল আটটায় হয়েছে (গ্রিনিচ সময় শনিবার রাত ১১টা), সে ব্যাপারে দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ বলেন, আমাদের সেনাবাহিনী যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে, উত্তর কোরিয়ার দিক থেকে আর কোনও প্ররোচনা আসে কি না। সম্প্রতি উত্তর কোরিয়ার শীর্ষ নেতা কিম জং আন কথা বার্তা, নীতি নির্ধারণে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছেন, শান্তি বজায় রাখাসহ সামরিক কর্মকান্ডের ব্যাপারে বেশ কিছু চুক্তিও লঙ্ঘন করেছেন তিনি। পিয়ংইয়ং দাবি করে আসছে, তারা জানুয়ারি মাসের শুরু থেকেই পুরোপুরি জ্বালানি নির্ভর মিসাইল ও পানির নিচে ড্রোন দিয়ে আক্রমণের সফল পরীক্ষা করে আসছে, যার মাধ্যমে পারমাণবিক অস্ত্রও বহন করা সম্ভব হতে পারে।

তারা জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে গত দুই বছর ধরে প্রায় প্রতি মাসে মিসাইল নিক্ষেপ ও অস্ত্র পরীক্ষা করে আসছে। এই মাসের শুরুর দিকে কিম জং আন ঘোষণা দেন যে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে পুর্নমিলনের সমস্ত সম্ভাবনা শেষ হয়ে গিয়েছে, তার বর্ণনায় দক্ষিণ কোরিয়াই এখন তাদের 'প্রধান শত্রু'। তার এমন বক্তব্য উত্তর কোরিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়ন সুক ইয়ল এ মাসে কেবিনেটে বলেন, যদি উত্তর থেকে কোনও ধরনের প্ররোচনা আসে তাহলে দক্ষিণ সেটা হাজারগুণ শক্তিতে প্রতিরোধ করবে। কিছুদিন আগে সাবেক সিআইএ বিশেষজ্ঞ রবার্ট এল কার্লিন ও পরমাণু বিজ্ঞানী সিগফ্রাইড এস হেকার, যিনি বেশ কয়েকবার উত্তর কোরিয়া ভ্রমণ করেছেন, তারা থার্টি এইট নর্থ ওয়েবসাইটে এক প্রতিবেদনে লিখেছেন, আমাদের বিশ্বাস, ১৯৫০ সালে তার দাদার মতো, কিম জং আনও যুদ্ধের একটা কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।